Contents

পঞ্চদশ বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

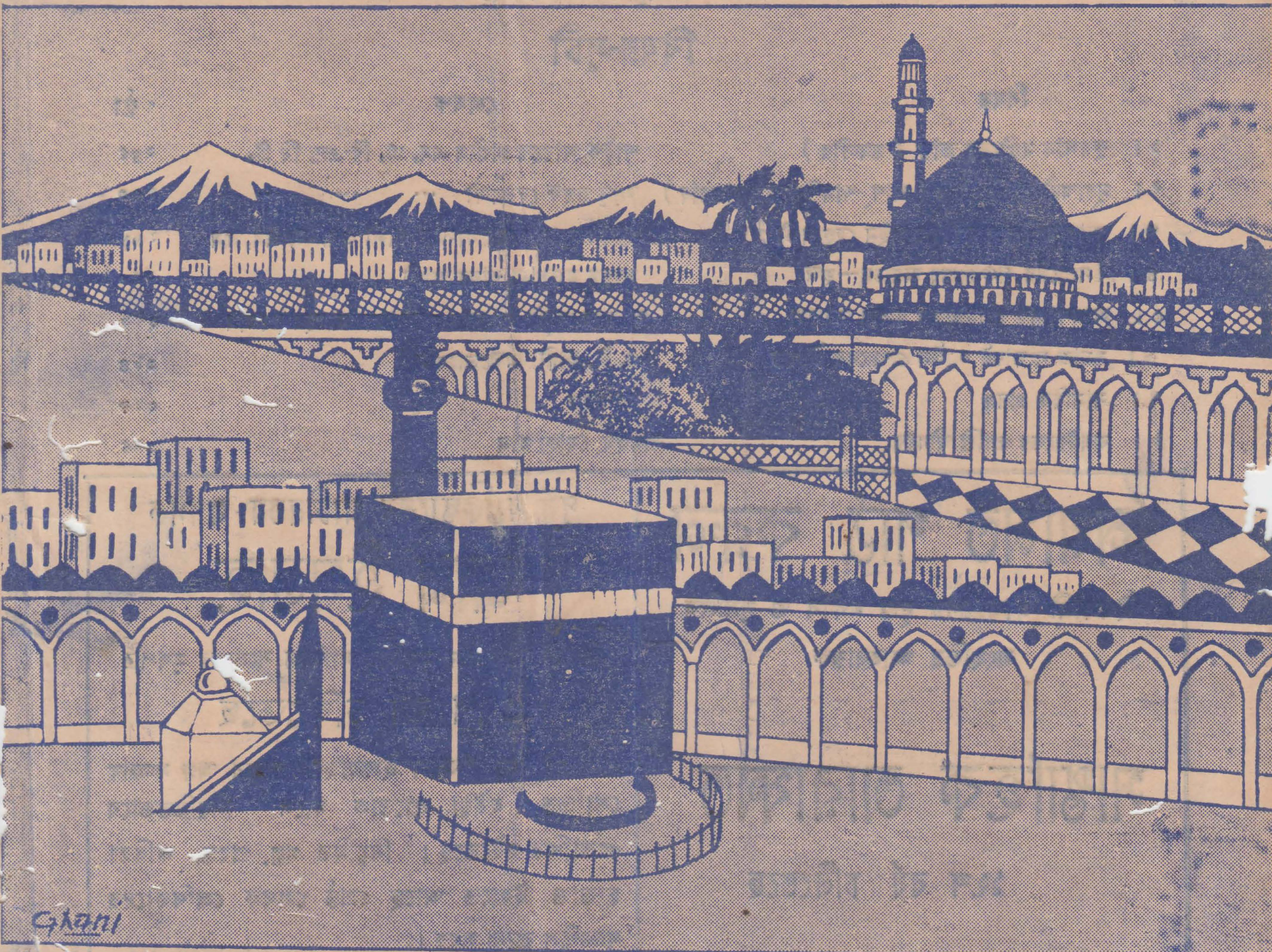

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা

চৈত্র—১৩৭৫ বাং এপ্রিল—১৯৬৯ ইং

মহর্‌রম—১৩৮৯ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি টি,	২৪৫
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	২৫৩
৩।	আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহ্‌লভী	অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী এম, এ, এম, এম	২৬১
৪।	ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম—হজ	মরহুম মওলানা বাবর আলী	২৭০
৫।	আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা	আকবর আলী, সংকলন : মুহাম্মদ আবদুর রহমান	২৭৬
৬।	সমাজ সংস্কারই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য	এ, টী, ছাদী, এডভোকেট	২৮৪
৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	২৮৯
৮।	জময়ীয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	সামসুয্ যোহা খান	২৯৫

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১২শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলেট

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	চৈত্র, ১৩৭৫ বংগাব্দ ; মহর্‌রম, ১৩৮৮ হিঃ এপ্রিল, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ ;	ষষ্ঠ সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম·এ, বি·এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُورَةُ الْمُلْك—সূরাতুল্-মুল্ক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৬ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

৬। এবং যাহারা তাহাদের রাব্বকে অমান্য করিল তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি ; আর ঐ পরিণতি কত জঘন্য !

৬। পূর্বের আয়াতটিতে বলা হইয়াছে যে, শায়তান-জিন্নদের প্রতি দুন্য়াতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং আখিরাতে তাহাদিগকে জাহান্নামের জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে। তারপর এই আয়াতে বলা হয় যে, জাহান্নামের শাস্তি কেবলমাত্র ঐ শায়তান-জিন্নদের জন্যই নির্দিষ্ট নয় ; বরং যে কেহ আল্লাকে অমান্য করিবে তাহারই জন্য জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সূরার প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা অসীম কুদরাত ও ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই তাঁহার এই শাস্তি দান ব্যাপারে কেহই কোন বাধা দিতে পারে না।

www.ahlehadeethbd.org

(৭) اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۙ

৭। তাহাদিগকে যখন উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা শুনিবে উহা হইতে উত্থিত বিকট ডাক। ঐ সময়ে উহার অবস্থা এই হইব যে, উহা দাউ দাউ বেগে জ্বলিতে থাকিবে।

৭। আয়াতটির পঠন দুইভাবে হইয়া থাকে। (এক) আমাদের পাঠ—এই পাঠে للذين كفروا কে خبر (বিধেয়) এবং عذاب কে مقدم (উদ্দেশ্য) ধরিয়া عذاب এর শেষ অক্ষরে পেশ পড়া হয়। (দুই) اعتدنا لهم عذاب السعير এর উপর عطف করিতে গিয়া للذين কে لهم এর উপর عطف ও عذاب جهنم কে عذاب السعير এর উপর عطف ধরিয়া عذاب এর শেষ অক্ষরটিতে যবরও পড় হয়।

এই আয়াতে এবং ইহার পরবর্তী আয়াতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উহার ভয়াবহতার প্রথম নিদর্শন হইতেছে উহার বিকট ডাক। سمعوا لها شهيقا ব্যাকরণমতে لها উহ্য كائنا এর متعلق হইয়া شهيقا এর حال مقدم হইয়াছে। ইহার মূলে ছিল سمعوا شهيقا كائنا لها অর্থাৎ তাহারা শুনিবে এমন বিকট ডাক যাহা জাহান্নাম দ্বারা সংঘটিত হইবে। অনন্তর বিশেষণটি যাহার গুণ প্রকাশ করিতেছে তাহার পূর্বে বসার কারণে উহা ব্যাকরণমতে حال এ পরিণত হইল।

জাহান্নামের বিকট ডাক ও তর্জন-গর্জন—মু'তাযিলীগণ জাহান্নামের হাঁক-ডাক, তর্জন-গর্জন ইত্যাদির প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করিতে নারায। অনুরূপ ভাবে তাঁহারা সূরাহ الزلزال এ ভূতলের সংবাদ দান, সূরাহ আল্-আহ্‌যাবে নভোমণ্ডল, ভূতল ও পাহাড়ের আমানাত-গ্রহণে অস্বীকৃতি ইত্যাদি ব্যাপারগুলিরও প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন, তর্জন-গর্জন হইতেছে জীবের কাজ এবং সংবাদ দান ও আমানাত গ্রহণে অস্বীকৃতি হইতেছে বিবেকসম্পন্ন জীবের কাজ। আর অগ্নিকুণ্ড, নভোমণ্ডল, ভূতল ও পাহাড় বিবেকসম্পন্ন জীব তো নয়ই; মোটেই জীবই নয়। কাজেই এ সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহার পরোক্ষ অর্থ এবং কেহ কেহ ইহার রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরোক্ষ অর্থ গ্রহণকারীগণ এই ব্যাখ্যা দেন যে এখানে لها বলিয়া لاهلها অর্থাৎ জাহান্নামের অধিবাসীগণকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা শুনিবে 'জাহান্নামীদের' বিকট ডাক,—জাহান্নামের নয়। তারপর, যে জাহান্নামীদের ডাক তাহারা শুনিবে তাহার তাৎপর্য বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহারা দুই উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এক উপদল বলেন, ঐ 'জাহান্নামীদের ডাক' বলিয়া ঐ নিক্ষিপ্ত দলের পূর্বে যাহাদিগকে জাহান্নামে দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে। ইহার বিপক্ষে এই আপত্তি উঠে যে, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে যাহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তাহাদিগকে ঐ বিকট ডাক শুনিতে হইবে না অথচ আয়াতে ঐরূপ কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কাজেই ঐ তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা অচল। অনন্তর, প্রথমে নিক্ষিপ্ত জাহান্নামী দল যাহাতে বাদ না পড়ে এবং তামাম জাহান্নামী যাহাতে এই আয়াতের আওতায় আসে সেইজন্য তাঁহাদের অপর দলটি বলেন, لاهلها বলিয়া যে জাহান্নামীদিগকে বুঝানো হইয়াছে তাহারা 'ঐ নিক্ষিপ্ত জাহান্নামীগণই' হইবে। তখন অর্থ দাঁড়ায় এইরূপঃ 'কাফিরদিগকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা শুনিবে তাহাদেরই বিকট ডাক।' এই ব্যাখ্যা একে তো অর্থহীন, তদুপরি পরবর্তী আয়াতটি

www.ahlehadeethbd.org

(৮) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا
أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ
يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٥

৮। উহা ক্রোধে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিবে—যখনই কোন দল উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে তখনই উহার অধ্যক্ষেরা ঐ দলকে জিজ্ঞাসা করিবে, "তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেন নাই ?"

এই ব্যাখ্যার সহিত মোটেই খাপ খায় না। কারণ অর্থ যদি উহাই হইত তাহা হইলে পরবর্তী আয়াতে تَكَادُ تَمَيَّزُ না হইয়া يَكَادُونَ يَتَمَيَّزُونَ হইত।

তারপর, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রূপক অর্থ গ্রহণ করেন তাঁহারা বলেন যে, 'জাহান্নামের এই বিকট ডাক' বলিয়া 'উহার প্রজ্বলনজনিত শোঁ-শোঁ, গোঁ-গোঁ ইত্যাদি শব্দ বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু এই তাৎপর্যটি স্বাভাবিক নয় ; কেননা, উহাকে জাহান্নামের ডাক বলা চলে না।

অপর একদল বলেন যে, 'জাহান্নামের বিকট ডাক' বলিয়া জাহান্নামের 'অধ্যক্ষের ডাক' বুঝানো হইয়াছে। এই তাৎপর্যও গ্রহণ করা যায় না। কারণ অধ্যক্ষের কথা পরে স্বতন্ত্র ভাবে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই এই তাৎপর্যও অচল।

এই প্রকার বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের সুন্নীদের অভিমত ও আকীদা এই যে, 'জীবনীশক্তি' থাকার জন্য বিশেষ কোন গঠন অপরিহার্য নয়। আগুনের আগুন থাকা অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'আলা উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। কাজেই আখিরাতে জাহান্নামের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব হওয়ায় জাহান্নামের পক্ষে সে সময়ে যে কোন প্রাণীর মত হুঁক-ডাক ও তর্জন-গর্জন করা মোটেই অসম্ভব হইবে না।

وَهِيَ تَفُورُ আরবী ব্যাকরণ মতে এই বাক্যটি حَال হইয়াছে। অর্থাৎ **দাউ দাউ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হওয়া অবস্থায়** জাহান্নাম বিকট ডাক ছাড়িতে থাকিবে। ইহা হইতেছে জাহান্নামের ভয়াবহতার দ্বিতীয় নিদর্শন।

৮। تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ : **জাহান্নাম ক্রোধবশতঃ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিবে ;** কিন্তু ফাটিবে না। ইহা হইতেছে জাহান্নামের ভয়াবহতার তৃতীয় নিদর্শন। এ সম্পর্কেও মু'তাযিলী এবং সুন্নীদের মতভেদ পূর্ববর্তী আয়াতের টীকায় বর্ণিত মতভেদের অনুরূপ। كَادَ এই ক্রিয়াটি যখন এইভাবে ব্যবহৃত হয় তখন উহা দ্বারা আতিশয্য অর্থ প্রকাশ পায়। যথা, يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ 'বিদ্যুচ্ছটা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়া লইবার **উপক্রম** করে' অর্থাৎ বিদ্যুচ্ছটা **অত্যধিক উজ্জ্বল** ভাবে প্রকাশ পায়। সূরাহ আল্‌বাকারাহ ঃ ২০। এই প্রসঙ্গে সূরাহ মার্‌য়াম ঃ ৯০।৯১ আয়াত তুলনীয়।

سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا : **জাহান্নামের অধ্যক্ষগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে।** জাহান্নামের অধ্যক্ষগণ বলিয়া 'মালিক' নামক জাহান্নামের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার সহকারীদিগকে বুঝানো হইয়াছে। তাঁহাদের এই জিজ্ঞাসা হইবে তিরস্কার ও ধমকসূচক ; 'জওয়াব পাওয়া' উহার উদ্দেশ্য হইবে না। এই 'জিজ্ঞাসা' হইতেছে জাহান্নামের ভয়াবহতার চতুর্থ নিদর্শন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৯) قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝

(১০) وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

৯। তাহারা বলিবে, 'হাঁ নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়া বলিয়াছিলাম, "আল্লাহ কোন কিছুই নাযিল করেন নাই, অপিচ আপনারাই মহাভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছেন।"

১০। আরও তাহারা বলিবে, 'আমরা যদি শুনিতাম অথবা বুঝিতাম তাহা হইলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না।"

৯। জাহান্নামের অধ্যক্ষদের প্রশ্নের জওয়াবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণ দুইটি কথা বলিবে। ঐ দুইটি কথার একটি এই আয়াতে এবং অপরটি পরবর্তী আয়াতটিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ان انتم الا فى ضلل كبير : আপনারাই মহা ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছেন। মূল অনুবাদে এই বাক্যটিকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের উক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাকে জাহান্নামের অধ্যক্ষদের উক্তিও ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ 'আল্লাহ কোন কিছুই নাযিল করেন নাই' এই খানে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের উক্তি পৌঁছিলে, জাহান্নামের অধ্যক্ষেরা মন্তব্য করিবেন 'তোমরাই মহা ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছিলে'।

এই আয়াতে উল্লিখিত, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের উক্তি হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবার কারণ হইবে 'দুনয়াতে নাবী রাসূলদের সত্যতা অস্বীকার করা। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া 'মুর্‌জিয়াহ্' নামক মুসলিম দলটি বলেন যে, 'গুনাহ্‌গার মুমিন কিছুতেই জাহান্নামে যাইবেনা।'

সুন্নীদের পক্ষ হইতে জওয়াবে বলা হয় যে, আয়াতে উল্লিখিত نذير (সতর্ককারী) শব্দটি যেমন নাবী-রাসূলের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, সেইরূপ উহা 'বিবেক বুদ্ধিগত সতর্ককারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী যুক্তি প্রমাণগুলির' প্রতিও প্রয়োগ করা হয়। বস্তুতঃ কেবলমাত্র তাহারাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে যাহারা বুদ্ধি-বিবেকের অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করিবে। কাজেই যে কোন মুমিন মুসলিম তাহার বুদ্ধি বিবেকের নির্দেশ অমান্য করিয়া শারী'আত-বিরোধী কাজ করিবে তাহাকেই জাহান্নামে যাইতে হইবে।—(ইমাম-রাযীর তাফসীর কাবীরের বরাতে।)

১০। لو كنا نسمع او نعقل : আমরা যদি শুনিতাম অথবা বুঝিতাম। প্রশ্ন উঠে, দুনয়াতে তাহারা তো বধির ছিল না; সব কিছুই শুনিত। তাহারা পাগল বা বুদ্ধিহীনও ছিল না; সব কিছুই বুঝিত। তবে তাহাদের এই উক্তির তাৎপর্য কি?

জওয়াবে বলা হয়, ধর্মের দিকে নাবী-রাসূলের আহ্বান ও নির্দেশ তাহারা শুনিত বটে, কিন্তু সত্য-সন্ধানীর অন্তর লইয়া তাহারা শুনিত না। শোনার মত শুনিত না; বরং এক কান দিয়া শুনিত অপর কান দিয়া বাহির করিয়া দিত। অনুরূপভাবে তাহারা নাবী-রাসূলের বর্ণিত প্রমাণাদি বেশ বুঝিত; কিন্তু উহা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন ও চিন্তা করিয়া দেখিত না।

www.ahlehadeethbd.org

(১১) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

১১। এই ভাবে তাহারা স্বীকার করিয়া বসিল (বা বসিবে) তাহাদের অপরাধ। অতএব জ্বলন্ত অগ্নির ঐ অধিবাসীবৃন্দ চরমভাবে দূর হউক (আল্লাহর রাহমাত হইতে)।

(১২) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

১২। ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা তাহাদের রাব্বকে অদৃশ্য অবস্থায় চরম ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।

১১। فسحقا —আমাদের পাঠে 'ফাসুহ্‌কান্' ح তে জযম রহিয়াছে। ح তে পেশ দিয়া 'ফাসুহুকান্' পাঠও পাওয়া যায়

فسحقا সম্পর্কে ব্যাকরণ ঘটিত প্রশ্ন—

এ সম্পর্কে ব্যাকরণ ঘটিত প্রশ্ন ও জওয়াব উল্লেখ করিবার পূর্বে ইহার প্রয়োজনীয় রূপ ও উহার অর্থ দিতেছি।

سحق (ثلاثى مجرد) দূর হইল।

سحق (مصدر) দূর হউন।—অকর্মক ক্রিয়া।

اسحق (ثلاثى مزيد) দূর করিল।

اسحاق (مصدر) দূর করণ।—সকর্মক ক্রিয়া।

سحق سحقا : সে দূর হইল দূর হওয়ার মত (অর্থাৎ চরমভাবে)।

اسحقه الله اسحاقا : আল্লাহ তাহাকে দূর করিলেন দূর করার মত অর্থাৎ চরমভাবে)

এখানে فسحقا কে اسحق ক্রিয়ার مفعول مطلق ধরা হয়। ফলে উহা সহ বাক্যটি হয় اسحقهم الله سحقا প্রশ্ন উঠে, اسحق র مفعول مطلق হয় اسحاقا তবে এখানে سحقا কে কি ভাবে اسحق এর مفعول مطلق ধরা হইল ? ইহার জওয়াব দুইভাবে দেওয়া হয়। (এক) এই ধরণের বদ দু'আ, ভাল দু'আ ব্যাপারে সাধারণতঃ সংক্ষেপণ অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে। এই কারণে এই প্রকার বাক্যে ক্রিয়া প্রকাশ করা হয় না বলিলেই চলে। ঐ সংক্ষেপণ রক্ষা করিতে গিয়া مصدر مزيد এর অতিরিক্ত অক্ষর লোপ করিয়া مجرد এর مصدر আনা হইয়াছে। (দুই) বস্তুতঃ উহ্য সহ বাক্যটি যেভাবে দেখানো হইয়াছে তাহাতে سحقا কে اسحق এর مفعول مطلق ধরাই হইবে না; বরং اسحق এর ফল সূচক উহ্য ক্রিয়ার مفعول مطلق ধরিতে হইবে। ফলে বাক্যটি দাঁড়াইবে এইরূপ :

اسحقهم الله فسحقوا سحقا

"তাহাদিগকে আল্লাহ নিজ রাহমাত হইতে দূর করিয়া দিন, ফলে তাহারা দূর হউক দূর হওয়ার মত (অর্থাৎ চরমভাবে)। ইহার নযীর হইতেছে انبتها نباتا —সূরাহ আলু'ইম্‌রান : ৩৭।

১২। يخشون ربهم بالغيب : তাহারা তাহাদের রাব্বকে ভয় করে অদৃশ্য অবস্থায়। রাব্বকে ভয় করার তাৎপর্য হইতেছে তাঁহার আদেশ অমান্য ও লঙ্ঘন জনিত তাঁহার শাস্তির ভয় করা।

يخشون মূল خشية : ভয় করা। خوف ও خشية উভয়েরই অর্থ ভয় করা হইলেও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১৩) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

১৩। আর তোমরা তোমাদের কথা নিম্ন-স্বরেই বলো অথবা উচ্চ স্বরেই বলো (উভয়ই আল্লার পক্ষে সমান, কেননা) ইহা নিশ্চিত যে, তিনি অন্তরস্থ বিষয়ও সম্যক অবহিত।

ইহাদের ব্যবহারে তারতম্য দেখা যায়। সামান্য ভয়, মাঝারী রকমের ভয় ও বেশী ভয় সব রকম ভয়কেই خوف বলা যাইতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র চরম পর্যায়ের ভয়কেই خشية বলা হয়। আল্লার অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে মুমিন মানুষ সবচেয়ে বেশী ভয় করে অথবা তাহার পক্ষে ঐ বিষয়ের ভয় সর্বাধিক থাকা উচিত বলিয়া আল্লাহ সম্পর্কে মুমিন মানুষের ভয়ের কথা কুরআন মাজীদের যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানেই خشية শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভয়কারীর বাস্তব দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া خوف শব্দটি এবং যাহার ভয় করা হয় তাহার প্রতাপ ও ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া خشية শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, সম্রাট সম্পর্কে সাধারণ প্রজার ভয়কে خشية বলা যাইতে পারে ; কিন্তু কোন সাধারণ ব্যক্তি সম্পর্কে সম্রাটের ভয়কে خوف বলা হইবে।

بالغيب : অদৃশ্য অবস্থায়। এই অর্থে ইহা مستلبسين উহ্য পদটির সহিত যুক্ত হইয়া حال হইবে। তারপর ইহার তাৎপর্য দুই প্রকার হইবে। (এক) আল্লাহের অদৃশ্য থাকা অবস্থায়। (দুই) ঐ ভয়কারী মানুষদের অদৃশ্য থাকা অবস্থায় ; অর্থাৎ তাহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে থাকা-কালে। بالغيب কে حال না ধরিয়া يخشون র সহিত সরাসরি যুক্ত করাও যাইতে পারে। তখন الغيب এর অর্থ হইবে, 'অদৃশ্য বস্তু' তথা 'অন্তঃকরণ'। আর অংশটির অর্থ হইবে, 'তাহারা তাহাদের রাব্বকে অন্তরের সহিত ভয় করে।'

১৩। এই আয়াতটি নাযিল হওয়া সম্পর্কে তাফসীরের কিতাবে বলা হয় যে, মুশরিকেরা তাঁহা-দের নিজেদের মধ্যে আলোচনা কালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাঁহার সম্পর্কে অপবাদ ও শ্লেষ-ব্যঙ্গের অবতারণা করিত। অনন্তর, তাহাদের ঐ সব উক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম জিবরীল মারফতে অব-গত হইয়া প্রকাশ করিয়া দিতেন। তাই মুশরিকেরা পরে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে "চুপে চুপে কথা বলো, যেন মুহাম্মাদের মা'বূদ ইহা জানিতে না পারে।" তাহাদের এই যুক্তির অবাস্তবতা বর্ণনা করিয়া এই আয়াতটি নাযিল হয়।

যাহা হউক, আয়াতটি বিশেষ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হইয়া থাকিলেও ইহার মধ্যে একটি মহান সত্য মানুষকে জানানো হয়। উহা এই যে, মানুষের নিম্নস্বরে কথা বলা এবং উচ্চ স্বরে কথা বলা উভয়ই আল্লাহ তা'আলা সমানভাবে জানিতে পারেন, এমন কি যে কথা নিম্নস্বরেও বলা হয় না বরং মনের মধ্যেই নিহিত থাকে তাহাও তিনি পূর্ণরূপে অবগত হন। কাজেই প্রত্যেক মানুষের উচিত সে যেমন প্রকাশ্যভাবে পাপ কাজ করা হইতে বিরত থাকে সেইরূপ সে যেন গোপনেও পাপ কাজ পরিত্যাগ করিয়া চলে, এমন কি সে যেন পাপ কাজের চিন্তা অন্তরের মধ্যেও স্থান না দেয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১৪) اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ •

১৪। যিনি সৃজন করিলেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি হইতেছেন সূক্ষ্ম তত্ত্ব অভিজ্ঞ, চরম অবহিত।

১৪। মূল অনুবাদে من خلق কে يعلم র فاعل বা কর্তাকারক ধরা হইয়াছে। يعلم র মধ্যে নিহিত هو সর্বনামকে উহার فاعل এবং من خلق কে يعلم র مفعول বা কর্মকারক ধরাও যাইতে পারে। তখন অর্থ হইবে, 'তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) কি জানিবেন না উহা যাহা তিনি সৃজন করিলেন?' অর্থাৎ সৃজনকারী আল্লাহ নিজ সৃজিতের অবস্থা জানিবেন না এমন হইতেই পারে না।

পূর্বের আয়াতটিতে দাবী করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের উচ্চ স্বরের কথাও শুনেন, নিম্ন স্বরের কথাও শুনেন এমন কি তিনি মানুষের অন্তরের নিহিত ভাবও অবগত থাকেন। ঐ দাবীর যুক্তি প্রমাণে এই আয়াতে বলা হয় যে, সৃজনকারীর পক্ষে সৃজিতের তন্ন তন্ন যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবহিত ও ওয়াকিহাল থাকা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রশ্ন উঠে, সৃজনকারী হইলেই সৃজিত বস্তুর সব খুঁটিনাটি খবর তাঁহার থাকিতে হইবে—ইহার যুক্তি প্রমাণ কি?

জওয়াব—এই সত্যটি বুঝিতে হইলে সৃজনের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন। তাই সৃজনের স্বরূপ বর্ণনা করার চেষ্টা করিতেছি। প্রথমেই জানিয়া রাখিতে হইবে যে, 'সৃজন' ও 'নির্মাণ' দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যাপার। মানুষ কোন কিছুই সৃজন করে না। সে যাহা গঠন করে তাহা সে অপরের নির্মিত অথবা অপরের সৃজিত উপাদানযোগেই করিয়া থাকে। আবার অপরের নির্মিত উপাদানও শেষ পর্যন্ত অপরের সৃজিত উপাদানযোগেই গঠিত হইয়া থাকে। কাজেই মানুষ যাহা-কিছু গঠন করে তাহার মূলে থাকে অপরের সৃজিত মালমসলা ও উপাদান। আর এই ভাবে কোন কিছু গঠন করার নামই 'নির্মাণ', 'কাস্‌ব' (كسب) বা আহরণ। পক্ষান্তরে, নিজেরই সৃজিত উপাদানযোগে কোন কিছু গঠন করার নামই হইতেছে 'সৃজন' বা 'খাল্‌ক' (خلق)। ঘটি, বাটি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘড়ি, ইন্‌জিন, রকেট পর্যন্ত সবই মানুষের 'নির্মাণ'—কোনটিই তাহার 'সৃজন' নয়।

সৃজন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আরো দুইটি বিষয় জানা দরকার। (এক) যিনি এই বিশ্ব জগত সৃজন করিয়াছেন তিনি ইহাকে 'অসংখ্য উপাদান ও অংশবিশিষ্ট একটি পরিপূর্ণ সত্ত্বা' রূপে সৃজন করিয়াছেন। কাজেই এই বিশ্ব জগতের অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্ত্বার রক্ষাকল্পে ইহার প্রতিটি উপাদান সম্পর্কে ঐ সৃজনকারীর প্রতিনিয়ত ওয়াকিফহাল থাকা একটি অপরিহার্য ব্যাপার।

(দুই) এই বিশ্বের সৃজনকারী যিনি, তিনিই উহার উপাদানগুলি সৃজন করিয়াছেন। কাজেই তিনি ঐ মূল উপাদানগুলি সৃজন করিয়াছেন বলিয়া ঐ উপাদানগুলির ধর্ম এবং প্রকৃতিও তিনিই নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি ইচ্ছা করিলে কোন কোন উপাদান হইতে তাঁহার নিজেরই দেওয়া ধর্মটি সাময়িকভাবে হরণ করিতেও পারেন। যেমন ইবরাহীম আঃ-এর বেলায় নির্দিষ্ট অগ্নিকুণ্ড হইতে উহার দহন-শক্তি হরণ করেন।

সৃজনকারী তাঁহার প্রত্যেকটি সৃজিত বস্তুর যাবতীয় অংশ ও উপাদানের সৃজনকারী বলিয়া এবং তিনিই সৃজিত বস্তুর প্রত্যেকটি উপাদানের গুণাগুন, ধর্ম ও প্রকৃতি নির্ধারণকারী বিধায় তিনি তাঁহার সৃজিত বস্তুর উপাদানগুলির ক্রমাগত বিবর্তন-পরিবর্তন, বৃদ্ধি-হ্রাস, ক্ষয়-লয় প্রভৃতি গুণাগুণগুলি যেমন স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন সেইরূপ

www.ahlehadeethbd.org

(১৫) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ •

১৫। [তোমাদের রাব্ব ও সৃজনকারী যিনি,] তিনিই ভূমণ্ডলকে তোমাদের পদানত করিলেন। অতএব, তোমরা উহার কাঁধে কাঁধে চলিয়া বেড়াও এবং তাঁহার খাদ্য সম্ভার হইতে আহার গ্রহণ করিতে থাক। অবশেষে তাঁহারই দিকে তোমাদের উত্থান রহিয়াছে।

তিনিই উপাদানগুলির পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিও সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। কাজেই সৃজিত মৌলিক উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বিশ্ব জগত পর্য্যন্ত সব কিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ, খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রত্যক্ষ স্পষ্ট বিস্তারিত জ্ঞান সৃজনকারীর পক্ষে থাকা স্বাভাবিক।

এখন সৃজন ও নির্মাণের মধ্যে মূল পার্থক্যটি উদাহরণযোগে দেখাইয়া দিয়া আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি।

নির্মাণের একটি উদাহরণ ঘড়ি। ঘড়ি-নির্মাতা অপরের সৃজিত লোহা-তামা দিয়া প্রস্তুত রকমারি চাকা, স্ক্রু ইত্যাদি কল কব্জা যোগে ঘড়ি নির্মাণ করে। কল কব্জাগুলিকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করার ফলে উহাদের মধ্যে পারস্পরিক যে সব ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা ঘড়ি-নির্মাতা সাময়িকভাবে মোটামুটি উপলব্ধি করিয়া ঘড়ি নির্মাণ করে। তাহার ঐ জ্ঞান ঘড়ির সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে কেবলমাত্র কলকব্জা জুড়িবার সময়। তারপর ঘড়িটি নির্মিত হইয়া চলিয়া যায় অপরের হাতে। তখন উহার সহিত ঘড়ি-নির্মাতার প্রত্যক্ষ কোনই সম্পর্ক থাকে না। কাজেই ঘড়িটি যখন পড়িয়া গিয়া উহার কোন কলকব্জা ভাঙ্গিয়া অথবা তেলশূন্য হইয়া অচল হইয়া পড়ে তখন উহা ঘড়ি-নির্মাতার অজ্ঞাতেই ঘটিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, সমগ্র বিশ্ব যাঁহার সৃজিত তাঁহাকে উহার প্রত্যেকটি অংশের অবস্থা ও অবস্থান প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে এবং বিশ্ব জগতের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সহিত সমন্বয় রক্ষা করিয়া চালাইতে হইতেছে। আর বিশ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখা ছাড়া ইহা সম্ভব হয় না। কাজেই অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, **সৃজনকারী নিশ্চিতভাবে তাঁহার সৃজিতের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখেন।**

১৫। **পূর্বের সহিত এই আয়াতের যোগসূত্র**—এই সূরার প্রথম আয়াতেই দাবী করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সকল ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তারপর, তাঁহার অসীম ক্ষমতার নিদর্শনগুলি বর্ণনা করিতে করিতে তিনি উর্ধ-জগতের নির্মাণ কৌশলের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই প্রসঙ্গে কাফির ও আল্লাহ-ভীরুদের পরিণাম উল্লেখ করেন। উর্ধ জগতের উল্লেখের পরে তাঁহার অসীম ক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন হিসাবে এই আয়াতে ভূমণ্ডলের উল্লেখ করা হয়।

কিন্তু ইমাম রাযী যোগসূত্রটি অন্যভাবে বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করেন। দৃষ্টান্তটি এই—কোন গোলাম তাহার প্রভুর আদেশ গোপনে অমান্য করিলে ঐ প্রভু যদি তাহা টের পান তাহা হইলে তিনি ঐ গোলামকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহাকে সাধারণতঃ একটি বাড়ীতে (যাহাকে বর্তমানে জেলখানা বলা হয়—অনুবাদক) আবদ্ধ করেন এবং সেখানে তাহার খাদ্য-পানীয়

(২৬৯-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

(٥٩—٥) حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ اَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِىْ رَهْطٍ مِّنْ مُّزَيْنَةَ لِنُبَايِعَهٗ وَاَنَّ قَمِيْصَهٗ لَمُطْلَقٌ اَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيْصِهٖ مُطْلَقٌ قَالَ فَاَدْخَلْتُ يَدِىْ فِىْ جَيْبِ قَمِيْصِهٖ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ ‏•

(৫৯—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ 'আম্মার আল্-হুসাইন ইব্‌নু হুরাইস, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবূ নু'আইম, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান যুহাইর, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'উরওয়াহ্ ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু কুশাইর হইতে, তিনি মু'আবিয়াহ ইব্‌নু কুর্‌রাহ্ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি বলেন, আমি মুযাইনাহ্ গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট আসিলাম। আমরা তাঁহার বাই'আত করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। এবং ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার কামীসের বোতাম খোলা ছিল। তিনি বলেন, অনন্তর আমি আমার হাত তাঁহার কামীসের গলার ফাঁকে প্রবেশ করাইয়া নুবূওতের মাংসপিণ্ডরূপ চিহ্নটি স্পর্শ করিলাম।

(৫৯—৫) এই হাদীসটি সুনান আবূ দাউদ ২। ২০৯ পৃষ্ঠায় এবং সুনান ইব্‌নু মাজাহ ২৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌নু মাজাহ হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করিবার পরে তৃতীয় স্তরের রাবী 'উরওয়াহ বলেন, আমি এই হাদীসের রাবী কুর্‌রাকে এবং তাঁহার পুত্র মু'আবিয়াকে কামীসের বুক বন্ধ করা অবস্থায় কখনও দেখি নাই। বরং তাঁহাদের কামীসের বুকে কোন গোলকই লাগানো দেখি নাই। তাঁহাদের এই আচরণ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, কুর্‌রাহ একবার মাত্র রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে দেখেন এবং তাঁহাকে যে ভাবে কামীসের বুক খোলা অবস্থায় দেখেন সেই ভাবেই সারাজীবন তিনি ও তাঁহার পুত্র কামীসের বুক-খোলা অবস্থাতেই কাটাইয়া যান। ইহাতে সুন্নতের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিই প্রকাশ পায়। কিন্তু হাদীসটি মনোনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখা যায়, ঐ রাবীই বলেন, তাঁহার কামীসের গোলকগুলি ছিদ্রে আঁটা ছিলনা। অর্থাৎ একধারে গোলক লাগানোও ছিল এবং অপর ধারে গোলক আঁটিবার ব্যবস্থাও ছিল। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার বুক সাধারণতঃ ঢাকা থাকিত। এই সাহাবী যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন গরমের কারণে অথবা অপর কোন কারণে তাঁহার বুক খোলা ছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কামীসের বুক খোলা অবস্থাতে লোকের সহিত সাক্ষাৎ করা অসঙ্গত বা অভদ্রতা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তাই বলিয়া ইহার অর্থ এই নয় যে, সব সময়ই কামীসের বুক খোলাই রাখিতে হইবে। শেষ মীমাংসা এই যে, বুকের বোতাম প্রয়োজন বোধে লাগাইয়া রাখা এবং প্রয়োজন বোধে খোলা রাখা উভয়ই সমভাবে সুন্নাত।

www.ahlehadeethbd.org

(٦٠—٦) حدثنا عبد بن حميد ثنا محمد بن الفضل انا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على اسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلي بهم •

قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث اول ما جلس الي فقلت ثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك! فقمت لاخرج كتابي فقبض علي ثوبي ثم قال امله علي فاني اخاف ان لا القاك قال فامليته عليه ثم اخرجت كتابي فقرأت عليه •

(৬০—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান ‘আব্‌দ্‌ ইব্‌নু হুমাইদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস-শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌নুল্‌-ফায্‌ল, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হাম্মাদ ইব্‌নু সালামাহ্‌, তিনি রিওয়ায়াত করেন হাবীব ইব্‌নুশ্‌ শাহীদ হইতে, তিনি হাসান হইতে, তিনি আনাস ইব্‌নু মালিক হইতে, তিনি বলেন, ইহা একটি নিশ্চিত ব্যাপার যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম একদা উসামাহ্‌ ইব্‌নু যাইদের উপর ভর দিয়া (বাড়ী হইতে) বাহির হন। ঐ সময়ে তাঁহার গায়ে একখানা কিত্‌রী কাপড় ছিল—তিনি উহা গায়ে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি লোকদের ইমাম হইয়া নামায পড়িলেন।

আব্‌দ ইব্‌নু হুমাইদ বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌নুল্‌ ফায্‌ল বলেন, য়াহ্‌য়া ইব্‌নু মা'ঈন আমার নিকটে তাঁহার সর্বপ্রথম বৈঠকেই আমাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিতে লাগিলাম, “আমাকে হাদীস শোনান হাম্মাদ ইব্‌নু সালামাহ” এই পর্যন্ত বলিলে, তিনি বলেন, “আপনার লেখা হইতে যদি বলিতেন!” তখন আমি আমার লেখা বাহির করিয়া আনিবার জন্য দাঁড়াইলে তিনি আমার কাপড় ধরিয়া আমাকে যাইতে বাধা দিলেন। তারপর বলিলেন, “উহা আপনার মুখস্থ হইতে আমাকে শোনান। কারণ, আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি আপনার সাক্ষাৎ নাও পাইতে পারি।” মুহাম্মাদ ইব্‌নুল্‌ ফায্‌ল বলেন, তখন আমি ঐ হাদীসটি তাঁহাকে আমার মুখস্থ হইতেই শুনাইলাম। তারপর আমি আমার লেখা বাহির করিয়া আনিয়া উহা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম।

(৬০—৬) قطری কিত্‌রী—কিত্‌রী কাপড়ের দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) য়ামান প্রদেশে

www.ahlehadeethbd.org

(٦١—٧) حدثنا سويد بن نصر انا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن اياس الجريرى عن ابى نضرة عن ابى سعيد الخدرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له۔

(৬১—৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান সুঅইদ ইব্‌নু নাস্‌র, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুল্ মুবারাক, তিনি রিওয়ায়াত করেন সা'ঈদ ইব্‌নু ইয়াস আল জুরাইরী হইতে, তিনি আবূ নায্‌রাহ হইতে, তিনি আবূ সা'ঈদ আল্‌-খুদ্‌রী হইতে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যখন কোন নূতন কাপড় পরিতেন তখন তিনি প্রথমে ঐ কাপড়টির নাম উল্লেখ করিতেন—পাগড়ি অথবা কামীস অথবা চাদর ইত্যাদি বলিয়া। তারপর তিনি এইভাবে দু'আ করিতেন, "হে আল্লাহ, তোমারই প্রশংসা। তুমিই যেহেতু আমাকে ইহা পরিধান করাইলে আমি তোমার নিকটে চাহিতেছি ইহার কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার কল্যাণ আর আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি ইহার অনিষ্ট হইতে এবং ইহা যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার অনিষ্ট হইতে।

প্রস্তুত এক প্রকার মোটা খসখসে বুটাদার সূতী কোরা রংয়ের চাদর। (দুই) বাহ্‌রাইনের কাতার নামক স্থানে প্রস্তুত এক প্রকার উত্তম চাদর।

(৬১—৭) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।—তুহ্‌ফা ৩।৬৪। তাহা ছাড়া ইহা আবূ দাউদ ২।২০২ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে। শামায়িলের রিওয়ায়াতে যেখানে كما كسوتنيه আছে সেখানে অপর দুই রিওয়ায়াতে انت كسوتنيه রহিয়াছে।

কোন নূতন কাপড় পরিবার পূর্বে বিসমিল্লাহ তো বলিতে হইবেই। তারপর কাপড় পরা হইলে ঐ কাপড়টির কথা উল্লেখ করিতে হইবে এইভাবে—কাপড়টি আরবী ভাষায় পুংলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইলে هذا বলিয়া এবং স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইলে هذه বলিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। তারপর পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে كسوتنيه' خيره' صنع ও شره বলিতে হইবে। আর স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে ঐ তিন স্থানের ه স্থলে ها এবং صنع স্থলে صنعت বলিতে হইবে।

এই দু'আ পড়িবার সময় الحمد এর পরে কেবলমাত্র انت অথবা কেবলমাত্র كما বলিয়া كسوتنيه বলা চলিবে। তবে দু'আ ব্যাপারে বিভিন্ন রিওয়ায়াতের পার্থক্যসমূহ সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের সিদ্ধান্ত এই যে, বিভিন্ন রিওয়ায়াতের ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলিকে যথাসম্ভব একত্র করিয়া উহাদের সমন্বয় সাধন করাই উত্তম হইবে। তদনুযায়ী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উদাহরণ স্বরূপ القميص পুংলিঙ্গ শব্দ ও العمامة স্ত্রীলিঙ্গ শব্দযোগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দু'আ নিম্নে দেওয়া হইল।

هٰذَا الْقَمِيْصُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ

مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ـ

هٰذِهِ الْعِمَامَةُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَمَا كَسَوْتَنِيْهَا اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ

مَا صُنِعَتْ لَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا صُنِعَتْ لَهُ ـ

خيره وخير ما صنع له ইহার কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার কল্যাণ—'পোষাকটির কল্যাণ' বলিয়া 'উহার মানানসই হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী হওয়া ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা' বুঝানো হইয়াছে। আর 'যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার কল্যাণ' বলিয়া বুঝানো হইয়াছে শীতাতপ নিবারণ, গোপনীয় অঙ্গাদির আবরণ এবং আল্লার 'ইবাদাত ও আদেশ পালন ব্যাপারে অনুকূল ও সহায়ক হওয়া। পক্ষান্তরে

شره وشر ما صنع له ইহার অনিষ্ট এবং ইহা যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার অনিষ্ট— 'পোষাকটির অনিষ্ট' বলিয়া 'উহার শীঘ্র শীঘ্র ছিন্ন বা হাতছাড়া হওয়া, বেমানান হওয়া ও অপরিচ্ছন্ন থাকা বুঝানো হইয়াছে। আর 'উহা যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার অনিষ্ট' বলিয়া বুঝানো হইয়াছে "শীতাতপ নিবারণে বা গোপন অঙ্গাদি আবরণে উহার অপ্রতুল হওয়া, গর্ব অহঙ্কার আত্মপ্রসাদ আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি পাপাচরণে উহার সহায়ক হওয়া ইত্যাদি। ফলে, দু'আটির ব্যাখ্যা হইবে নিম্নরূপ—

'হে আল্লাহ, আমার এই কাপড়টি আমার জন্য দীর্ঘস্থায়ী করিও ; ইহাকে পাক-সাফ রাখিতে আমাকে তাওফীক দিও এবং তোমার 'ইবাদাত ও আদেশ পালন ব্যাপারে ইহাকে আমার সহায়ক ও অনুকূল করিও। হে আল্লাহ, আমার এই কাপড় যেন তাড়াতাড়ি ছিন্ন বা হাতছাড়া না হয় ; ইহা যেন না-পাক ও অপরিস্কার না থাকে এবং ইহা যেন আমাকে গর্ব-অহঙ্কার ইত্যাদি পাপের দিকে লইয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করিও।'

নূতন কাপড় পরিধান করার পরে আর এক প্রকার দু'আ করার উল্লেখ হাদীসে পাওয়া যায়। দু'আটি এই :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَسَانِیْ مَا اُوَارِیْ بِهٖ عَوْرَتِیْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِیْ حَيَاتِیْ

"প্রশংসা আল্লার যিনি আমাকে এমন কিছু পরাইলেন যাহা দ্বারা আমি আমার গোপনীয় স্থান ঢাকিয়া রাখি এবং যাহা দ্বারা আমি আমার জীবনে সজ্জিত ও শোভাময় হইয়া থাকি"।—জামি' তিরমিযী, احاديث شتي من ابواب الدعوات অধ্যায় (তুহ.ফা, ৪।২৭৫ পৃষ্ঠা) ও ইবনু মাজাহ ২৬৩ পৃষ্ঠা।

হাদীসটিতে একটি অতিরিক্ত বিশেষ কথা থাকায় পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হইতেছে।

হযরত 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি নূতন কাপড় পরিধান করার পরে যদি বলে, الحمد......فی حياتي এবং তারপর সে ঐ নূতন কাপড়টি যে পুরাতন কাপড়টির স্থলে পরিধান করে সেই পুরাতন কাপড়টি যদি সে খয়রাত করিয়া দেয় তাহা হইলে সে তাহার জীবদ্দশায় ও মৃত অবস্থায় আল্লাহের সন্নিধানে, আল্লাহের হিফাযাতে এবং আল্লাহের ছত্রতলে অবস্থান করে।

www.ahlehadeethbd.org

(৬২—৮) حدثنا هشام بن يونس الكوفي انبانا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن ابى نضرة عن ابى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ●

(৬৩—৯) حدثنا محمد بن بشار انبانا معاذ بن هشام ثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك قال كان احب الثياب الى رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبسه الحبرة ●

(৬৪—১০) حدثنا محمود بن غيلان انبانا عبد الرزاق انبانا سفيان عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال رايت النبى صلى الله عليه وسلم

(৬২—৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান হিশাম ইবনু য়ূনুস আল্‌ আল্‌ কুফী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আল্‌-কাসিম ইবনু মালিক আল্‌ মুযানী, তিনি রিওয়ায়াত করেন আল্‌-জুরাইরী হইতে, তিনি আবূ নায্‌রাহ হইতে, তিনি আবূ সা'ঈদ আল্‌ খুদরী হইতে, তিনি নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম হইতে পূর্বের হাদীসটির অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

(৬৩—৯) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মু'আয ইবনু হিশাম তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আমার পিতা, তিনি রিওয়ায়াত করেন কাতাদাহ হইতে, তিনি আনাস ইবনু মালিক হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যে সব কাপড় পরিধান করিতেন তন্মধ্যে 'হিবারাহ্‌' চাদর তাঁহার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল।

(৬৪—১০) আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহমূদ ইবনু গায়লান তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'আবদুর রায্‌যাক, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান সুফ্‌য়ান, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'আওন ইবনু আবূ জুহাইফাহ্‌ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি বলেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি

(৬৪—১০) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফা ৩।৭১ পৃষ্ঠায়) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ইহা সাহীহ বুখারী : ৮৬৫, সাহীহ মুসলিম : ২।১৯৩, সুনান নাসা'ঈ ২।২৯৭ ও সুনান আবূ দাঊদ ২।২০৬ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ أُرَاهُ حِبَرَةً ●

অসাল্লামের পরিধানে 'লাল হুল্লাহ' থাকা অবস্থায় আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। এখনও যেন আমি তাঁহার উভয় পায়ের নলার দীপ্তি দেখিতেছি। সুফয়ান বলেন, আমার মনে হয় এখানে 'হুল্লাহ' বলিয়া 'হিবারাহ' বুঝানো হইয়াছে।

الحبرة: 'হিবারাহ'—হিবারাহ হইতেছে য়্যামান প্রদেশে প্রস্তুত এক প্রকার সূতী ডোরাদার চাদর। উহার সূতা অতি উত্তম তুলা হইতে প্রস্তুত হইত এবং বুনট অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হইত। এই কারণে 'হিবারাহ' চাদর অত্যন্ত নরম ও মসৃণ হইত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নশ্বর দেহের পক্ষে উহা ছিল অত্যন্ত উপযোগী এবং আরাম দায়ক হওয়ার কারণে উহা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পরবর্তী হাদীসটিতে, প্রথম পরিচ্ছেদের ৩নং হাদীসে এবং অপর হাদীসগুলিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের 'হুল্লাহ' পরিধান করার যে উল্লেখ পাওয়া যায় সেই সব স্থানে 'হুল্লাহ' বলিয়া এই 'হিবারাহ' চাদর এবং ঐ চাদরের সাথে মানায় এইরূপ লুঙ্গি—এই দুইয়ের প্রস্ত বা সেট বুঝানো হয়।

একটি প্রশ্ন—এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামাহ রাঃ মন্তব্য করেন যে, সকল পোষাকের মধ্যে 'কামীস' রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় ছিল। আর এই হাদীসে হযরত আনাস রাঃ মন্তব্য করেন যে, সকল পোষাকের মধ্যে 'হিবারাহ' চাদর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় ছিল। পরস্পর বিরোধী এই দুই মন্তব্যের সমন্বয় ও সমাধান আলিমগণ তিনভাবে করিয়াছেন। (এক) আনাসের মন্তব্যটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সাহীহ গ্রন্থদ্বয়ে স্থান লাভ করিয়াছে কিন্তু উম্মু সালামার মন্তব্যটি ঐ দুই সাহীহ গ্রন্থের কোনটিতেই স্থান লাভ করিতে পারে নাই—সানাদের দিক দিয়া আনাসের মন্তব্যটি উচ্চ পর্যায়ের এবং উম্মু সালামার মন্তব্যটি নিম্ন পর্যায়ের হওয়ার কারণে। কাজেই আনাসের মন্তব্যটিকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে এবং ঐ মন্তব্যের সামনে উম্মু সালামার মন্তব্যটি সানাদের কারণে টিকিতে পারে না। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, **'হিবারাহ' চাদর ছিল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের প্রথম নম্বরের প্রিয়তম পোষাক আর 'কামীস' ছিল তাঁহার দ্বিতীয় নম্বরের প্রিয়তম পোষাক।** (দুই) উম্মু সালামাহ রাঃ-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের আন্দর মহলে থাকাকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর ওয়াকিফহাল এবং আনাস রাঃ-কে তাঁহার বাহিরে থাকাকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর ওয়াকিফহাল বলিয়া মানিয়া লওয়া বিশেষ অসঙ্গত হয় না। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য দুইটির সমন্বয় এই ভাবে করা যাইতে পারে যে উম্মু সালামাহ রাঃ আন্দর মহলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে বেশীর ভাগ 'কামীস' পরিয়া থাকিতে দেখিতেন বলিয়া তিনি সেইভাবে মন্তব্য করেন; আর আনাস রাঃ তাঁহাকে বাহিরে অবস্থানকালে বেশীর ভাগ 'হিবারাহ' চাদর গায়ে দিয়া থাকিতে দেখিতেন বলিয়া তিনি ঐরূপ মন্তব্য করেন। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে **রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আন্দর মহলে থাকাকালে তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় পোষাক ছিল কামীস; আর তাঁহার বাহিরে থাকাকালে তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় পোষাক ছিল হিবারাহ চাদর।** (তিন) সমন্বয়ের তৃতীয় রূপ এই যে, আন্দর মহলে ও বাহিরে সর্বত্রই সিলাই করা পোষাকের মধ্যে কামীস এবং সিলাই বিহীন পোষাকের মধ্যে হিবরাহ চাদর রাসূলুল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় ছিল।

হাদীস দুইটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কামীস ছাড়া আরো সিলাই করা অন্য প্রকার জামা এবং হিবারাহ চাদর ছাড়া আরো সিলাইবিহীন অন্য প্রকার চাদরও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পরিধান করিতেন। অধ্যায়ের শেষে ইনশাল্লাহ ঐ সব জামা ও চাদরের কথা বলা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

(٦٥—١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اِسْرَاءِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَارَاَيْتُ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ اَحْسَنَ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنْ كَانَتْ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيْبًا مِّنْ مَّنْكِبَيْهِ •

(٦٦—١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ اِيَادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ رِمْثَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ •

(৬৫—১১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আলী ইবনু খাশরাম, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'ঈসা ইবনু য়ুনুস, তিনি রিওয়ায়াত করেন ইস্‌রাঈল হইতে, তিনি আবূ ইস্‌হাক হইতে, তিনি আল্‌-বারা ইবনু 'আযিব হইতে, তিনি বলেন, 'লাল হুল্লাহ' পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে যত সুন্দর দেখাইত তাহার চেয়ে বেশী সুন্দর আর কাহাকেও আমি দেখি নাই। তাঁহার মাথার 'জুম্মাহ' কেশদাম তাঁহার উভয় কাঁধের নিকটে ঝুলিতে থাকিত।

(৬৬—১২) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর রাহমান ইবনু মাহদীই, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'উবাইদুল্লাহ ইবনু ইয়াদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আবূ রিম্‌সাহ হইতে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে দেখিয়াছি। ঐ সময় তাঁহার পরিধানে সবুজ ডোরাকাটা একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি ছিল।

(৬৫—১১) এই হাদীসটির বর্ণনাকারী হইতেছেন সাহাবী আল্‌-বারা' ইবনু 'আযিব। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ হাদীসটি এবং তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসটি এই মর্মে তিনিই রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

এই হাদীসে এবং ইহার পূর্বের হাদীসটিতে উল্লিখিত حلة حمراء সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসের টীকায় দেখুন।

جمته لتضرب......منكبيه এই অংশটির ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসের টীকায় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(৬৬—১২) এই হাদীসটি গ্রন্থকার এই শামায়িল গ্রন্থের ২১শ অধ্যায়ের প্রথমে এবং তাঁহার জামি' গ্রন্থের 'ইস্‌তীযান ও আদাব' অধ্যায়েও (তুহ্‌ফা: ৪।২৩ পৃষ্ঠায়) বর্ণনা করেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবূ দাউদ ২।২০৭ পৃষ্ঠায় এবং সুনান নাসাঈ ২।২৯৭ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

(٦٧-١٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانِ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ جَدَّتَيْهِ دُحَيْبَةَ وَعُلَيْبَةَ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ اَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ وَقَدْ نَفَضَتْهُ، وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ ۔

(৬৭—১৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আব্দ্ ইব্নু হুমাইদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'আফ্ফান ইব্নু মুসলিম, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'আব্দুল্লাহ ইব্নু হাস্সান আল-'আম্বারী, তিনি রিওয়ায়াত করেন তাঁহার দাদী ও নানী দুহাইবাহ্ ও 'উলাইবাহ্ হইতে, তাঁহারা রিওয়ায়াত করেন কাইলাহ্ বিন্তু মাখ্রামাহ হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে দেখিয়াছি। ঐ সময় তাঁহার পরিধানে এমন দুই খণ্ড সিলাই-বিহীন পুরাতন বস্ত্রখণ্ড ছিল যাহা পূর্বে যাফ্রান দ্বারা রঙানো হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সময় ঐ রং চলিয়া গিয়াছিল। এই হাদীসের সহিত একটি দীর্ঘ ঘটনা জড়িত আছে।

بردان اخضران—দুইখানি সবুজ বুরূদ। প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, ডোরাকাটা চাদর বা লুঙ্গিকে 'বুরূদ' বলা হয়। সেই কারণে ইহার তরজমা 'দুই সবুজ চাদর লুঙ্গি' না করিয়া সবুজ ডোরাকাটা একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি' করা হইল।

(৬৭—১৩) এই হাদীসটি গ্রন্থকার তাঁহার জামি' গ্রন্থে 'ইস্তীযান ও আদাব অধ্যায়ে (তুহ্ফা : ৪।২৩ পৃষ্ঠাতে)ও বর্ণনা করেন। হাদীস দুইটি গ্রন্থকার একই সানাদযোগে বর্ণনা করিয়া থাকিলেও সানাদ দুইটির মধ্যে একটি দারুন গরমিল রহিয়াছে। গরমিলটি এই,—এখানে বলা হয় "আবদুল্লাহ ইব্নু হাস্সান রিওয়ায়াত করেন **তাঁহার দাদী ও নানী দুহাইবাহ ও 'উলাইবাহ"** হইতে। অথচ জামি' গ্রন্থের সানাদে বলা হয়, "আবদুল্লাহ ইব্নু হাস্সান এই হাদীসটি শুনেন তাঁহার **দাদী ও নানী দুহাইবাহ বিন্তু 'উলাইবাহ ও সাফীয়াহ বিন্তু উলাইবাহ্,"** হইতে। এখানকার হাদীসটিতে দুইজন হাদীস বর্ণনাকারিণীর মধ্যে একজন হইতেছেন 'উলাইবাহ। অথচ জামি' গ্রন্থের হাদীসে দুইজন হাদীস বর্ণনাকারিণীই হইতেছেন উলাইবার দুই কন্যা—'উলাইবাহ মোটেই হাদীস বর্ণনা করেন নাই। এই গরমিল সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের ফায়সালা এই যে, ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে এই হাদীসটি যে সানাদযোগে আনিয়াছেন সেই সানাদটি সাহীহ ও ঠিক ; আর শামায়িলের এই সানাদে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। তাঁহাদের এই মতের সমর্থনে তাঁহারা বলেন যে, সুনান আবূ দাউদের দুই স্থানে এবং ইমাম বুখারীর আল্-আদাবুল মুফ্রাদ গ্রন্থের এক স্থানে যে হাদীসগুলি এই সানাদযোগে বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলির প্রত্যেকটির সানাদে দুহাইবাহ ও সাফীয়াহ্কে 'উলাইবার দুই কন্যা এবং আবদুল্লাহ ইব্নু হাস্সানের দাদী ও নানী বলা হইয়াছে।—আবূ দাউদ : ২।৮১ ও ২।৩১৮ পৃষ্ঠা ; আল্-আদাবুল্-মুফ্রাদ -(মিসরী, ১৩০৯ হিজরী) : কুরফুসা' অধ্যায় ২২০ পৃষ্ঠা।

وعليه اسمال مليتين—এই বাক্যটি ব্যাকরণে حال হইয়াছে। اسمال مليتين—ব্যাকরণে مضاف ও مضاف اليه হইয়াছে।

(২৭৫-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী এম. এ, এম, এম,

আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহ্‌লভী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অধ্যায়

শাহী পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক

আল্লামা সৈয়দ নাযীর হুসাইন কোন দিন চাকুরী করার চিন্তা করেন নাই। তিনি তাঁর আসাতিযা কিরামকে দেখেছেন, তাঁরা চাকুরী করাকে অপমানকর মনে করতেন। তাঁর এই স্বাধীন জীবন যাপন করার কারণে সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র শাহ্‌যাদা মির্জা ফাখরুদ্দিন তাঁর অত্যন্ত সম্মান ও খাতির করতেন এবং স্বয়ং সম্রাটও তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

আযাদী সংগ্রামে মিঞা সাহেবের ভূমিকা

ইং ১৮৫৭ সনের আযাদী সংগ্রামে কতিপয় প্রভাবশালী আলিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া দেন। মিঞা সাহেব তাতে দস্তখত দেন নাই। তিনি বলেন, জিহাদ ঘোষণার জন্য যে সব শর্তের প্রয়োজন সেই সব শর্ত বর্তমানে বিদ্যমান নাই। কাজেই আমি এই ফাতওয়াতে দস্তখত দিতে পারি না। সম্রাট বাহাদুর শাহকেও তিনি বুঝাতেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁর পক্ষে সঙ্গত হবে না। কিন্তু সম্রাট সে সময়ে ছিলেন সংগ্রামকারীদের হাতে কাষ্ঠ পুত্তলিকা মাত্র। অনন্তর, গোটা শহর যখন অবরুদ্ধ-প্রায় তখন মিঞা সাহেব এক দিন দুর্গের ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখেন, বেশ ধুম-ধামের সাথে শাহজাদাদের হাতীগুলির ওপর পদী বাঁধা হচ্ছে আর তাঁরা নিশ্চিত মনে বসে গল্প করছেন। সম্রাটের সম্মুখে উপনীত হয়ে তিনি বললেন, হুযুর! এহেন শাহযাদাদের দ্বারা ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন? সম্রাট নিরুত্তর।

দুর্গের ভিতরে একদিন তিনি ১০জন ইংরেজ মহিলা এবং ১জন বালিকাকে বন্দিণী দেখতে পেলেন। তাদেরকে এক কাতারে বসিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হল। তারা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে মিঞা সাহেব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং নির্ভয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, "নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা ইসলাম কখনই জায়েয রাখে না।" এই বলে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। অরাজকতা যখন চরম আকার ধারণ করেছিল সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি মানবতা ও ইসলামী আদর্শের খাতিরে মিসেস লীসেন্স নাম্নী একজন আহত ইংরেজ মহিলাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যথারীতি চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। তখন যদি ইংরেজের শত্রুরা এ খবর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারত তাহলে তাঁর ও তাঁর পরিবার বর্গের সবংশে নিধন সাধিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। বলা বাহুল্য, ঐ সময়ে পাঞ্জাবী কাটরার মসজিদ সংগ্রামী জনতার দখলে এসেছিল; আর মিঞা সাহেবের জানানা মহল ঐ মসজিদেরই সংলগ্ন ছিল। মিঞা সাহেব ঐ মহিলাকে সাড়ে তিন মাস লুকিয়ে রাখেন। পরে

www.ahlehadeethbd.org

অবস্থা যখন সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে আসে তখন ঐ ইংরেজ মহিলাকে তাঁহাদের ক্যাম্পে নিরাপদে পৌঁছিয়া দেয়া হয়। এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ইংরেজেরা তাঁহাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। মির্জা সাহেব বলেন,

"ঐ সময়ে একদিন 'আসর নামাযের পর সহরের বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। মোল্লা মুহাম্মদ সিদ্দীক পেশাওয়ারী আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি তখন আমার নিকট উসূলুল ফিকহ পড়তেন। কোন মানুষের গোঙ্গানীর আওয়ায আমাদের কানে এল। আমি একটু এগিয়ে দেখলাম, একজন আহত ইংরেজ রমণী কাঁদছে। আমাদেরকে দেখেই সে চীৎকার করে বলতে লাগল, তোমাদের আল্লার কসম, তোমরা আমাকে হত্যা করো'না। আমরা তাকে অভয় দিয়ে বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্ম যুদ্ধের সময়েও কোন শত্রুর স্ত্রী বা শিশুকে হত্যা করা নিষেধ। বরং তুমি যদি ইচ্ছা কর আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ী যেতে পার। সেখানে গেলে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থাও হবে। যেহেতু সে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল তাই সে বলল, প্রথমতঃ এখন আমি চলতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ আপনারা যদি আমাকে ধরাধরি করে নিয়েও চলেন তা'হলে আমার দুশমনদের গুলি থেকে আমি রক্ষা পাব কি করে? আমরা বললাম, আচ্ছা, আমরা একটু দূরে অপেক্ষা করছি, রাত্রির অন্ধকারে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। পরে আমরা একটা গোপন রাস্তা ধরে তাকে নিয়ে চললাম। বাড়ীতে গিয়ে শরীফ হুসাইনের মাকে বললাম, স্ত্রীলোকটা অত্যন্ত মাযলুম। সুতরাং সর্বপ্রযত্নে তার সেবা শুশ্রূষা করো এবং সান্ত্বনা দিও। মহিলাটী এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও একটা কামরার মধ্যে লুকিয়ে থাকত। আমার বিবী সাহেবা রাত্রির বেলা উঠানে এসে বসবার জন্য তাকে পরামর্শ দিতেন। তবু সে রাত দিন কোন সময়েই ঘরের বাইরে আসত না। বরং সে ঐ গরমের মধ্যে থেকেই রাত দিন হাত ওঠায়ে প্রার্থনা করত, "হে আল্লাহ আমার অপরাধ ক্ষমা কর"।

ইংরেজদের প্রদত্ত সার্টিফিকেটের নকল

দিল্লী, ২৭শে সেপ্টেম্বর—১৮৭৭

অফিসিয়েটিং কমিশনার

ডব্লিউ, জি, ওয়েটার ফিল্ড।

মৌলবী নাযীর হুসাইন এবং তাঁর পুত্র মৌলবী শারীফ হুসাইন তাঁদের পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় গত সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মিসেস লীসেন্সের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। আহত অবস্থায় তাঁরা তাঁর শুশ্রূষা করেছিলেন এবং সাড়ে তিন মাস কাল তাঁদের গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে দিল্লীর ব্রিটিশ ক্যাম্পে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

সার্টিফিকেট সমাপ্ত—

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সূত্রে তুর্কী সুলতানের সঙ্গে তাঁর পরম সৌহার্দ ছিল। তুর্কীর সঙ্গে রাশিয়ার ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে (মুতাবেক ১২৯৪ হিঃ) অনুষ্ঠিত শেষ যুদ্ধে তুর্কী মঙ্গলার্থে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে দু'আ কুনূত পড়বার ফতওয়া দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন।

রাওয়ালপিণ্ডিতে নযরবন্দ থাকা

সংগ্রাম শেষে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে মুকাদ্দামা দায়ের করে। ১৮৬৪—৬৫

খৃষ্টাব্দে (১২৮০—৮১ হিঃ) পাটনা, দানাপুর, মীরাট, 'আম্বালা' প্রভৃতি হিন্দুস্তানের প্রায় সকল শহরে এই সব মোকদ্দমা চালু থাকে। বিচার শেষে আসামীদের অধিকাংশকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই ব্যাপারে ধৃত মাওলানা য়াহয়া আলী এবং মাওলানা আহমাদুল্লা মাহদানুবী সাদেকপুরী তথা আযিমবাদী সাহেবদ্বয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং আন্দামানেই তাঁদের জীবনাবসান ঘটে। তাঁদেরই মুকদ্দমার আওতায় মিঞা সাহেবকেও গেরেফতার করা হয়। সংবাদদাতা ও অফিসারদের ভুলের জন্যই এই অঘটন ঘটে। ফলে ইনকুইরী শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাওয়ালপিণ্ডির জেলখানায় তাঁকে এক বৎসরকাল আবদ্ধ থাকতে হয়।

উল্লিখিত মামলা প্রসঙ্গে মিঞা সাহেবের বাড়ী ও মসজিদ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা হয়। অসংখ্য পত্র পুলিশের হস্তগত হয়। কিন্তু সে সবই ছিল ফারায়িয ও মাসায়েল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা মাত্র। একখানা পত্রে লেখা ছিল, 'নুখ্বাতুল ফিকার'১ পাঠিয়ে দেবেন। এ সম্পর্কে গুপ্ত সংবাদ সরবরাহকারী রিপোর্ট বলে যে, "এ সব তাদের সংকেত বিশেষ।" এই রিপোর্ট জানতে পেরে মিঞা সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, নুখ্বাতুল ফিকার কি বস্তু? তোপ না বন্দুক, না গোলা বারুদ? তারপর তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন, জনাব, আপনি আমার মোকদ্দমা এক জাহেলের হাতে কেন ন্যস্ত করেছেন? কোন আলিমকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন 'নুখ্বাতুল ফিকার কোন কিতাবের নাম কিনা এবং তাতে কি লেখা আছে? পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের পর যখন দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ তখন তাঁকে সসম্মানে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়।

বিবী সাহেবার ইন্তিকাল

১৪ই রমযান, ১২৮৭ হিজরী, মুতাবিক ৮ই ডিসেম্বর ১৮৭০ ইং সন বৃহস্পতিবার দিন অর্থাৎ বিবাহের ৪০ বৎসর পর (বিবাহ ১২৪৮ হিঃ) তাঁর বিবী সাহেবা ইন্তিকাল করেন।

হজ্জের সফর

১৩০০ হিজরী সালে তিনি হারামাইন যিয়ারত করবার নিয়্যত করেন। পাছে শত্রুর দল তাঁকে বিপদে ফেলে তাই তিনি দিল্লীর কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে তাঁর অভিপ্রায় জানান। সব কথা শুনবার পর কমিশনার সাহেব তাঁর নিরাপত্তার জন্য একখানা পত্র প্রদান করেন। তরজমা নিম্নে দেওয়া হ'ল।

'মৌলবী নাযীর হুসাইন সাহেব দিল্লীর একজন প্রথিতযশা আলিম। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিপদের সময় তিনি এই গভর্ণমেন্টের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। হজ্জব্রত উদযাপনকল্পে তিনি মক্কা রওয়ানা হচ্ছেন। আমি আশা করি, প্রত্যেক

১। [অনেকে কিতাবটির নাম নুখ্বাতুল্ ফিক্র (কাফে জযম দিয়ে উচ্চারণ করেন। উহা ভুল। শুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছে 'নুখ্বাতুল ফিকার' কাফে যবর দিয়ে। তারপর এই নামে যে কিতাবটি বুঝানো হয় প্রকৃতপক্ষে ঐ কিতাবটির নাম উহা নয়। উহার নাম হইতেছে, 'নুয্হাতুন্-নাযার ফী শারহি নুখ্বাতিল ফিকার'

نُزْهَةُ النَّظَرِ فِى شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ

অর্থাৎ উহা হইতেছে 'নুখ্বাতুল্-ফিকার এর ভাষ্য 'নুয্হাতুন্ নাযার।—সম্পাদক]

ব্রিটিশ অফিসার, যারই সাহায্য তিনি প্রয়োজন বোধ করবেন, তাঁকে সাহায্য ও তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত থাকবেন। ইত্যাকার সাহায্য ও সহানুভূতির তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত ও যোগ্য।'

স্বাক্ষর—আই, ডি. ট্রিমলেল্ট,
বি, ই এস, কমিশনার এবং
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, দিল্লী ডিভিশন,
১০ই আগষ্ট, ১৮৮৩

আর একখানা চিঠি মিঃ লিসেন্স জেদ্দায় অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের নামে দিয়েছিলেন। তাতে ব্রিটিশদের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা লেখা ছিল। পথে ঘাটে তাঁর বহু শত্রু আছে একথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। আরও লিখেছিলেন যে, তাঁর শত্রু-দলের অনেকেই এখান থেকে পালিয়ে মক্কায় চলে গিয়েছে। সেখানেও তারা তাঁর শত্রুতা করতে পারে। সুতরাং ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্তব্য হবে সর্বতোভাবে শত্রুদের শত্রুতা থেকে তাঁকে রক্ষা করা।

এই পত্রখানা জেদ্দায় অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিল নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন। এই দুইখানা পত্র সঙ্গে নিয়ে তিনি দিল্লী থেকে মক্কা মু'আয্-যমামার পথে যাত্রা করেন।

শত্রুর দল যখন তাঁর হজ্জ্ যাত্রার কথা জানতে পারে তখন তারা দেওবন্দ, বাদাউন, দিল্লী এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান থেকে কতকগুলো লোককে তাঁর পশ্চাদ্ধাবনের জন্য পাঠিয়ে দেয়। তারা বোম্বাই পৌঁছেই সেখানকার মৌলবীদেরে মিঞা সাহেবের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে ফেলল। অতঃপর ঐ মৌলবীগণ 'চৌওরাকা' নামে একখানি পুস্তিকা এবং সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি ব্যঙ্গোক্তি যুক্ত করে মিঞা সাহেবের সামনে কতকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ২

শত্রুদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে উত্যক্ত ক'রে যে কোন উপায়ে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়া। প্রশ্নগুলো শুনে তিনি বলেন, "ওগুলো সবই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ মাত্র।" এই বলিয়া তিনি উহার পরিসমাপ্তি করেন। তারপর, বিরোধীরা তাঁর সঙ্গে একই জাহাযে আরোহণ করল এবং জাহাযের ভিতরেই কলহে প্রবৃত্ত হল। তিনি وأعرض عن الجهلين 'মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও'—[সূরাহ আল্ আ'রাফ: ১৯৯—সম্পাদক] আল্লাহের এই নির্দেশমতে কোনরূপ বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হলেন না। ফলে, জাহাযের মধ্যেও শত্রুদের ষড়যন্ত্র বিফল হয়। তারপর, জিদ্দায় পৌঁছে তারা সেখানকার ব্রিটিশ কনসালের ভয়ে আদৌ অগ্রসর হতে পারে নাই। মিঞা সাহেবের পত্রগুলো পাঠ করবার পর ব্রিটিশ কনসাল তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হয়ে পড়েন এবং যতদিন জাহায কামরাণে ছিল প্রত্যেক দিন তিনি তাঁর সঙ্গে জাহাযে দেখা করতে আসতেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় সুদানের বিদ্রোহীদের

২। [চাও-অরাকাহ (چهار ورقه) ফারসী ও আরবী মিশ্রিত শব্দ। উহার অর্থ 'চারি পাতার কিতাব'। প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানে ইহার উল্লেখ যেইভাবে করা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, মিঞা সাহেবের শত্রুর দল কয়েকটি ইসলাম বিরোধী মাস্আলা কোন এক 'মুহাম্মদ নাবীর' এর লিখিত বলিয়া প্রকাশ করে এবং প্রচার করে যে, উহা মিঞা সাহেবের লিখিত। এইভাবে তাহারা সরলপ্রাণ মুসলিমদেরে বিভ্রান্ত করিয়া মিঞা সাহেবের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলে।—সম্পাদক]

www.ahlehadeethbd.org

হাতে উক্ত ব্রিটিশ কন্‌সাল কামরাণেই নিহত হন। জিদ্দায় ফিরে আসতে পারলে তিনি অবশ্যই মিঞা সাহেবকে যথোপযুক্ত সাহায্য করতে পারতেন।

মিঞা সাহেবের মাক্কা মু'আয্‌যামাহ্ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদলও তথায় পৌঁছে যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, হয় তাঁকে হত্যা করবে, না হয় তাঁর জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু যেহেতু তারা এ পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারে নাই, তাই তারা এ ব্যাপারে হিন্দুস্তানী ও মক্কীগণ উভয়ে মিলিতভাবে গভীর ষড়যন্ত্রমুলক আর একটা নূতন দল গঠন ক'রে ফেলল। এই দলে ২।৩ শত লোক ছিল।

হজ্জের মাওসামে মিঞা সাহেব মিনা বাযারে ৩ দিন অবস্থান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের সম্মুখে আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এমন অগ্নিবর্ষী ওয়ায করেছিলেন যা যথাযথ প্রকাশ করার ভাষা নাই। শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন, সুন্নাতের উপরে আমল এবং বিদআতী রুসুম ও প্রথাসমূহের আমূল সংশোধন, বিশেষ করে মক্কাবাসীদের বিদ-আতী কার্যকলাপের বিষয়গুলোই তাঁর বক্তৃতার উপকরণ ছিল। তাঁর বন্ধু বান্ধব ও খাদিমের দল যখন বুঝতে পারেন যে, বিদ'আতীদেরকে এহেন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করার ফলে শত্রুদের শত্রুতায় ইন্ধন যোগান হচ্ছে তখন তাঁরা শত্রুদের গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন এবং বলেন যে, বক্তৃতা থেকে ক্ষান্ত না হলে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। প্রত্যুত্তরে তিনি জানান যে, তিনি দীর্ঘকাল জীবন যাপন করেছেন, আর বাঁচার সাধ তাঁর নাই। ইমাম নাসাঈও তো এই মাক্কা মু'আয্‌যামাতেই শহীদ হন, সেই মাক্কার পবিত্র ভূমিতে শাহাদত বরণ করার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন। তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাবলীগ থেকে বিরত হবেন না।

হজ্জ আদায় করার পর ওস্তাদগতপ্রাণ এবং মিঞা সাহেবের একান্ত ভক্ত ছাত্র মাওলানা তালাত্তুক হুসাইন মুহ্‌ইদ্দীনপুরী আযীমাবাদী পরে দিহলাভী(৩) মিঞা সাহেবকে বিনীতভাবে বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে দল গঠিত হয়েছে তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধন না ক'রে ক্ষান্ত হবে না। সুতরাং হুযুরের যখন ফার্‌য্ হাজ্জ্ সমাধা হয়ে গিয়েছে তখন আর অগ্রসর না হয়ে বাড়ী ফেরাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আশেকে রসূল এবং আমিল বিল্ হাদীসের প্রতীক রসূলের মাযার যিয়ারত না করে ফিরতে পারেন কি?

২৩শে জুলহিজ্জা পর্যন্ত তিনি মদীনা যাত্রার কাফেলার অপেক্ষায় মাক্কা মু'আয্‌যামায় বসে থাকেন। এদিকে শত্রুপক্ষ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলে। তারা মাক্কার পাশাকে জানায় যে, মওলানা নযীর হুসাইন একজন মু'তাযিলী এবং ওহাবী। তিনিই মু'তা-যিলী মযহাবের সমর্থনে গোলাবী চৌত্রাকা পুঁস্তিকাখানা ছাপিয়ে বের করেছেন। এতে শুকরের চর্বি হালাল এবং খালাকে নেকাহ্ করা জায়েয বলা হয়েছে। ঐদিন বেলা ১০টার সময় মাক্কার পাশার নিকট থেকে একজন অফিসার ৩ জন সিপাহীসহ মিঞা সাহেবের বাসস্থানে উপ-নীত হয়। তিনি মাওলানা তালাত্তুক হুসাইন, মাওলানা আহমদ, হাফিযুল্লা, খোদাবখশ, সৈয়দ আহমদ প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে পাশার দরবারে

৩। কেহ কেহ দিহলুভী লিখেন—উহা শুদ্ধ নহে।—সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

উপনীত হন। জিদ্দায় অবস্থিত মাক্কার ব্রিটিশ বন্‌সালের এসিষ্ট্যান্ট ছিলেন ডাঃ আবদুর রায্‌যাক। মিঞা সাহেব এখানে পৌঁছেই উক্ত কনসালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং শত্রুদের চক্রান্ত সম্পর্কে তাঁকে সম্পূর্ণ অবহিত রেখে-ছিলেন। তিনিও তাঁকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে নিশ্চিন্ত মনে তিনি যেন দীনী কার্য সম্পাদন করে যান। যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হন তা'হলে তাঁকে যেন অবিলম্বে খবর দেয়া হয়। আর পাশা যদি ডেকে পাঠান তাহ'লে ইতস্ততঃ না করে যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২৩শে জুলহিজ্জা বেলা দুপুরের সময় তিনি পাশার নিকট যখন পৌঁছেন উক্ত এসিষ্ট্যান্ট সাহেব মুহাম্মদ য়ুসুফ নামক একজন উকিলকে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি পাশাকে জিজ্ঞাসা করেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একজন প্রজাকে কেন তাঁর কাছারীতে তলব করেছেন। পাশা বললেন, তাঁর বিরুদ্ধে লোকে অনেক অভি-যোগ পেশ করেছে। জওয়াবে উকিল য়ুসুফ সাহেব জানান যে ঐ সমস্ত অভিযোগ এই আরব ভূমিতে প্রযোজ্য নয়। কারণ, এটা আরব গভর্ণ-মেণ্টের ব্যাপার নয়। সুতরাং আরব গভর্ণমেণ্টের এতে হস্তক্ষেপ করার ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকার নাই। পাশা সাহেব তা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তারপর মিঞা সাহেবকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। তাঁর আসা যাওয়া ও উকিল সাহেবের সওয়াল জওয়াব মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

সকলই গরল ভেল। সকল চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হ'ল তখন মিঞা সাহেবের শত্রু দল আর একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হল। সাড়ে তিন শত সাক্ষী প্রস্তুত ক'রে পাশার নিকট তারা আর একবার অভিযোগ পেশ করল। ফলে, ঐ দিন বিকাল বেলায় আবার তাঁকে আহ্বান করা হ'ল। সংবাদ পেয়ে সহকারী কনসাল সাহেব তাঁর উকিল য়ুসুফ সাহেবকে পুনরায় প্রেরণ করেন। পূর্বের মতই তিনি আবার প্রশ্ন করেন বৃটিশ প্রজাকে কেন তাঁর কোর্টে আহ্বান করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাশা সাহেব তাঁকে জানান যে মিঞা সাহেবের নিরাপত্তার জন্যই তাঁকে ডাকা হয়েছে। পাশা আরও বলেন যে, যথোপযুক্ত অনুসন্ধান না ক'রে তিনি তাঁকে বিদায় দিতে চান না। ফলে, তাঁর প্রাণের উপর আঘাত হতে পারে। কারণ তাঁর পেছনে অসংখ্য শত্রু লেগে আছে। তারা তাঁকে জীবন্ত ফিরে যেতে দেবে না। এই উত্তর শ্রবণ করার পর সহকারী কন্‌সাল সাহেব তাঁর উকিল মারফত মিঞা সাহেবকে জানালেন, আইন কানুনের ধার এঁরা ধারেন না। সুতরাং এর চেয়ে বেশী কিছু তিনি এখন করতে পারেন না। তারপর তিনি তাঁকে পাশার কোর্টে হাযির হতে পরামর্শ দিলেন। এরপর জিদ্দায় অবস্থিত বৃটিশ কনসালের নিকট তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন।

মিঞা সাহেব তাঁর ৭জন সঙ্গীকে নিয়ে পাশার দেওয়ানে উপনীত হলেন। ২৩শে যুল-হিজ্জার ৪ দিবাগত রাত্রিটি সেখানেই একটা কামরার ভিতরে অতিবাহিত করলেন। ২৪শে তারিখ শুক্রবার ছিল। সে দিনটাও সেখানেই কেটে গেল। সুতরাং জুম'আর নামায এবং তওয়াফ দুইই বাদ গেল। অবশেষে ২৫শে যুল্ হিজ্জার রাত্রিতে পাশা তাঁর সম্মুখে ৪টা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

(১) আপনার মতে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত অর্থে যাকাত ওয়াজিব কিনা?

৪। কেহ কেহ 'জিলহজ্জ' লিখেন—উহা শুদ্ধ নহে— সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

উত্তর : ব্যবসায়ে ব্যবহৃত অর্থে যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার সমর্থক আমি নই। দিল্লী হানাফী প্রেসে মুদ্রিত আমার ফতওয়া মৌজুদ আছে। তাতে লেখা আছে তেজারতি মালের যাকাত ওয়াজিব।

(২) এটা কি সত্য যে, শুকরের চর্বিকে আপনি হালাল জানেন এবং

(৩) ফুফু ও খালাকে বিবাহ করা আপনি জায়েয রাখেন ?

উত্তর—আমি একজন মুসলিম এবং হজ্জ করা ফরয বিশ্বাস নিয়ে তা আদায় করতে এখানে এসেছি। শুকরের চর্বিকে যদি হালাল জানতাম এবং ফুফু ও খালাকে বিবাহ করা,—যা কোরআনের আয়াত দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে, জায়েয জানতাম তাহলে নিজেকে মুসলিম বলেই বা কেন দাবী করতাম আর হজ্জ করতেই বা কেন আসতাম ? কোন মুসলিমের নিকট এই ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করা অত্যন্ত আফসোস ও তাআজ্জুবের বিষয়।

(৪) হানাফী মযহাব সম্পর্কে আপনার ধারনা কি ?

উত্তর—হিদায়া হানাফী মযহাবের একখানা মূল্যবান গ্রন্থ। তার যে কোন স্থানের ব্যাখ্যা আপনি আমার নিকট শ্রবণ করুন। আবার সেই স্থানের ব্যাখ্যা হারামাইনের উলামাদের কাছেও শ্রবণ করুন। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন হানাফী মযহাব সম্পর্কে আমার ধারণা কি ?

এহেন জওয়াব শুনে পাশা সাহেব বুঝতে পারলেন 'নযীর' দুনিয়ার একজন বেনযীর কামিল। যুদ্ধের ময়দানে সদা প্রস্তুত। তিনি আরও বুঝতে পারলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছু দুর্ণাম ও অপবাদ উত্থাপন করা হয়েছে তার মূলে কোন সত্য নাই।

এরপর পাশা সাহেব মিঞা সাহেবের সহচর ও ছাত্র মাওলানা তালাত্তুফ হুসাইন সাহেবকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্ন করেন। এই সময়ে মিঞা সাহেবকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় :

প্রশ্ন : আপনি কোথাকার বাসিন্দা ?

উত্তর : পাটনার আযীমাবাদ অঞ্চলের।

প্রশ্ন : কতদিন যাবত আপনি এই শাইখের সঙ্গে আছেন ?

উত্তর : ৬ বৎসর যাবত।

প্রশ্ন : আপনার ও আপনার শাইখের কি একই মযহাব ?

উত্তর : হাঁ, একই।

প্রশ্ন : আপনার শাইখ কি কি কিতাব রচনা করেছেন ?

উত্তর : অমুক অমুক কেতাব (তার মধ্যে গোলাবী চাও অরাকার নাম ছিল না)।

প্রশ্ন : তাহলে এই 'গোলাবী চাও অরাকা' কি আপনার শাইখের রচিত নয় ? এই কেতাবেই তো শুকরের চর্বি হালাল এবং খালা ও ফুফু আম্মাকে নিকাহ করা জায়েয বলা হয়েছে ?

উত্তর : আপনার প্রশ্নে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। কারণ, আপনি আজও অবগত নন যে, এই চাও অরাকা খানা কার লেখা, এর বিষয়বস্তু কি এবং এতে কার উপরে দুর্ণাম ও অপবাদের বোঝা চাপানো হয়েছে। এমন একজন উচ্চপদস্থ হাকিমের পক্ষে এহেন অনভিজ্ঞতা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

জেনে রাখুন, এই পুস্তিকাখানা আমাদের শাইখের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে রচনা করেছে। এতে বহু প্রকারে তাঁর নিন্দা ও অপবাদ করা

www.ahlehadeethbd.org

হয়েছে। এও কি সম্ভব যে, কেউ তাঁর নিজেরই নিন্দা-চর্চা নিজেই রচনা করবেন ?

প্রশ্ন : তাহ'লে আপনার শাইখ এতে মোহর অঙ্কিত করলেন কেন ? এই দেখুন, ৭ম পৃষ্ঠায় তাঁর মোহর।

উত্তর : আশ্চর্য ! এটা তাঁর মোহর কোথায় ? এটা তো মুহাম্মাদ নাষীর উরফে নযির আহমদ নামক দিল্লীর একজন তালিবুল ইল্‌মের মোহর। চাও অরাকাতে যে মোহর ছিল তাহা এই।

پئے مفتیان شد
محمد نذیر

আর আমাদের শাইখের মোহর এই রকম—

سید محمد
نذیر حسین

মে'ইয়ারুল হক (معیار الحق) প্রভৃতি কিতাবে এই মোহর অঙ্কিত আছে। কিতাবখানা পাশার সামনেই রাখা ছিল।

পাশা বলেন, নিশ্চয়ই আমাকে ধোকা দেওয়া হয়েছে। যা হোক, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করছি।

প্রশ্ন : আপনার শাইখ কি ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যবহৃত মালের যাকাত ওয়াজিব জানেন ?

উত্তর : ব্যবসায়ে ব্যবহৃত অর্থের যাকাত ওয়াজিব বলেই তিনি জানেন। শাইখের কিতাবে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার শাইখ ফুফু এবং খালাকে নিকাহ করা জায়েয বলেন কিনা ? শুকরের চর্বিকে হালাল বলেন কি না ?

উত্তর : যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করেন এবং হজ্জের ফরয আদায় করবার জন্য এখানে আগমন করেছেন তিনি কি কখনও এরকম বেল্লাপ কথা বলতে পারেন ?

অতঃপর মাওলানা তালাত্তুফ হুসাইন পাশাকে প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন : আপনি শাইখকে কি জানেন ?

উত্তর : লোকে তাঁকে ওহাবী বলে।

এরপর মওলানা তালাত্তুফ হুসাইন অত্যন্ত নির্ভীকচিত্তে গুরুগম্ভীর স্বরে এক বক্তৃতা করেন।

"পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা যারা ওহাবী নই সেই আমাদেরকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ভাবে ওহাবী বলা হয় এবং এই পবিত্র হারাম যা বিশ্ব মানবের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল সেইখানে আমাদেরে লাঞ্ছিত করা হয়। অথচ নাজ্‌দের অধিবাসীরা যাঁরা স'ত্যিই ওহাবী এবং নিজেদেরকে ওহাবী বলে দাবী করেন নির্বিঘ্নে হজ্জ সমাধা করে চলে যান, তাঁদের সঙ্গে কোন বিরোধ নাই। শুধু তাই নয়, শী'আ খারিজী প্রভৃতি আহ্‌লুস্ সুন্নাত অল্-জামা'আতের মুখালিফ লোকেরাও বিনা বাধায় হজ্জ সম্পন্ন করেন; তাদেরে কোন প্রশ্ন পর্যন্ত করা হয় না।

"হিন্দুস্তানের বুকে ইংরেজ শাসন প্রচলিত। সেখানে প্রত্যেক মাযহাবের লোকেরই স্বাধীন ভাবে নিজেদের ধর্মীয় বিধান মেনে চলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর এখানে ইসলামী রাষ্ট্রে আমরা কা'বা শরীফের তাওয়াফে এবং জুম্'আ ও জামা'আতে যোগদানে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছি। সুতরাং বলতে বাধ্য হচ্ছি যে হিন্দুস্তানে ইংরেজ শাসন আমাদের মত মুসলিমদের জন্য আল্লার রহমত।"

এই বক্তৃতায় পাশার পরিষদ বর্গের সকলেই ক্ষেপে গেলেন এবং ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "পাশার সামনে এহেন বেআদবী"। পাশা তখন বেশ ধৈর্যের সঙ্গেই বললেন, "তাঁর পক্ষে এরূপ ফেটে পড়া স্বাভাবিক। কেননা, তাঁকে এবং তাঁর

(২৭৩-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুরআন মজীদের ভাষ্য

(২৫২-এর পাতার পর)

ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের ব্যবস্থা করেন। অনন্তর, ঐ গোলামকে বলা হয়, "এই বাড়ী ও তোমার প্রয়োজনীয় এই দ্রব্যাদি তোমাকে দেওয়া হইল। তুমি নিশ্চিন্তমনে এই বাড়ীতে থাক এবং এই সব বস্তু ভোগ কর। কিন্তু মনে রাখিও, তুমি যাহাতে এখানে কোন বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল উৎপাদন না কর, বরং শায়েস্তা হইয়া চল তাহার ব্যবস্থাও করা হইল। প্রভু তোমার কাজে অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহার ইচ্ছা করা মাত্রই তোমার উপর নানা বিপদ্ আপদ নামিয়া আসিবে।

ইমাম রাযী বলেন, সেইরূপ আল্লাহ তা'আলা পূর্বের আয়াতে, এই আয়াতে এবং ইহার পরবর্তী দুই আয়াতে যাহা বলেন তাহার সারমর্ম এই, "ওহে মানুষেরা, তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে যাহা কিছু অন্যায় ও পাপ কাজ কর সবই আমি অবগত আছি। কাজেই আমি তোমাদের জন্য দুন্য়ার এই বিশাল জেলখানা তৈয়ার করিলাম এবং ইহাতে তোমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুরই ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু মনে রাখিও, এখানে আমি তোমাদের জন্য নিরঙ্কুশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলাম না। আমি যখনই ইচ্ছা করিব তোমাদের উপর নানা বিপদ আপদ আপতিত করিয়া তোমাদের এই নিলয়কে রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিব। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের পদতলের ভূমি ধসিয়া যাইবে এবং তোমরা জীবন্ত অবস্থায় মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমি ইচ্ছা করিলে প্রস্তর-ঝটিকা দ্বারা বারংবার আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া তোমরা ঘোর বিপাকে প্রাণ হারাইবে। আল্লাহুম্মাহ্ফাযনা মিন্ গাযাবিকা।

اللهم احفظنا من غضبك

ذلولا : পদানত। ذل (যুল্ল) **শব্দ হইতে** গঠিত। অর্থ অত্যন্ত বশীভূত। **في مناكبها : (مناكب হইতেছে منكب এর বহুবচন) উহার** (অর্থাৎ পৃথিবীর) স্কন্ধসমূহে। 'পৃথিবীর স্কন্ধসমূহ' বলিয়া উহার টিলা, পাহাড় পর্বত ইত্যাদি বুঝানো হইয়াছে।

فامشوا في مناكبها : অতএব তোমরা চলিয়া বেড়াও উহার স্কন্ধসমূহে। এখানে অনুজ্ঞা-বাচক ক্রিয়া দ্বারা অপরিহার্য আদেশ বুঝানো হয় নাই; বরং ইহা দ্বারা একটি সম্ভব কার্যের সম্ভাবনা প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র।

অংশটির তাৎপর্য এই—"ওহে মানুষেরা, আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে পদানত ও বশীভূত করিয়াছেন। সমতল ভূমিকে তো তোমাদের জন্য সহজগম্য করিয়াছেনই—এমন কি টিলা, পাহাড় পর্বতও তোমাদের জন্য অগম্য করিয়া রাখেন নাই। তোমরা ইচ্ছা করিলেই পৃথিবীস্থ টিলা, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদিতেও অবাধে ও স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করিতে পার।

من رزقه : (এখানে সর্বনাম **ه** আল্লাহের পরিবর্তে আসিয়াছে) তাঁহার (অর্থাৎ আল্লার) খাদ্য-সম্ভার হইতে।

النشور : পুনরুত্থান। মৃত্যুর পরে, কিয়ামাতের প্রাককালে মানুষ ও জিন্নদের পুনরায় জীবিত হইয়া উঠা কর্মফল ভোগ করিবার জন্য।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম মওলানা বাবর আলী ॥

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম—হজ্জ

[মাসিক 'আহলে-হাদীস' হইতে উধৃত]
(ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নামাযের জন্য যেমন তকবীর বলিয়া তহরীমা বাঁধিতে হয়, হজের জন্য সেইরূপ এক এক দেশের লোককে মক্কার চারি পার্শ্ববর্তী এক স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিতে হয় বা হজের নীয়ত করিতে হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর রাঃ-র প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, যে ব্যক্তি (হজের) ইহরাম বাঁধিবে সে কি কাপড় পরিধান করিবে ? হযরত সঃ বলিলেন, সে কামিজ (জামা) পরিবে না, পাগড়ী, পাজামা, টুপি পরিবে না, মোজা পরিবে না। কেবল কোন ব্যক্তি যদি জুতা না পায় তবে সে মোজা—পায়ের গোরগাঁঠের নিম্নদেশ পর্যন্ত রাখিয়া কাটিয়া ফেলিবে ও তাহাই পরিবে এবং তোমরা জাফরান বা ওরছ (জরদা রং) দেওয়া কোন বস্ত্র পরিধান করিও না।—বুখারী ও মুসলিম। বুখারীর অপর এক রেওয়ায়তে আছে যে, ইহরামওয়ালী স্ত্রীলোক মুখাবরণ ব্যবহার করিবে না (বোরকায় মুখ ঢাকিবে না) এবং দস্তানাদ্বয় (মোজার ন্যায় যাহা দুই হস্তে পরিধান করা হয়) ব্যবহার করিবে না।

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃকে খোৎবায় বলিতে শুনিলাম, যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধিয়াছে সে যদি জুতা না পায় তবে মোজা পরিবে—তহবন্দ না পায় পাজামা পরিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

হযরত ইবন ওমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ স্ত্রীলোকদিগকে ইহরামের মধ্যে দস্তানা ও বোরকা পরিতে এবং যাফরান ও ওরছ রং করা কাপড় পরিতে নিষেধ করিয়াছেন। এতদসমূহের পর লাল রং হউক, এব্‌রেসমের হউক, অলংকার, পাজামা, কামিজ বা মোজাই হউক যে প্রকারের বসন ইচ্ছা হয় পরিতে পারে। আবুদাউদ এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, আরোহীগণ আমাদের নিকট দিয়া চলিয়া যাইত এবং আমরা ইহরাম বাঁধিয়া রসূলুল্লাহ সঃ-এর সঙ্গে থাকিতাম। যখন তাহারা আমাদের নিকট দিয়া যাইত তখন আমাদের একজন আপন চাদর মস্তক হইতে মুখের উপর ঝুলাইয়া লইত (ঘোমটা দিত)। পরে যখন তাহারা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইত তখন তাহা (মুখ হইতে) খুলিয়া ফেলিতাম।—আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

হজ্জের ইহরাম : (নীয়ত) বাঁধিলে পুরুষলোক মাত্রই জামা ইত্যাদি সেলাই করা কাপড় পরিবে না, দুইটি চাদরের একটি কোমর হইতে পরিবে আর একটি গায়ে দিবে। মস্তক অনাবৃত (খালি) রাখিবে, যাফরানাদি রং-এ রঞ্জিত ও সুগন্ধিযুক্ত বসন পরিবেনা। পাপী ও পুণ্যবান, মূর্খ ও বিদ্বান, ফকীর ও আমীর নির্বিশেষে সকলের একই কাঙ্গাল বেশ, কেহ বড় নাই, কেহ ছোট নাই।

ইহরাম বাঁধিলে কেহ পশু শিকার করিতে পারিবে না, কেহ কাহাকেও শিকার করিতে বলিবে না। তবে বৃশ্চিক, সর্প, ইঁদুর, কাক, চিল, দংশনকারী কুকুরাদি, কষ্টদায়ক জানোয়ার ইহরামের মধ্যে ও বাহিরে সকল সময়েই হত্যা করা সিদ্ধ।

স্নান করিয়া খোশবু (সুগন্ধি) লাগাইয়া দুই রাক্‌আত নামায পড়িয়া ইহরাম বন্ধন করতঃ নিম্নলিখিত 'তলবীয়া' পাঠ করিবে,—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লাব্বায়কা আল্লা'হুম্মা লাব্বায়কা ল-শারীকা লাকা লাব্বায়কা ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা-শারীকা লাকা।

"আমি তোমার দরবারে হাযির, হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির। তোমার শরীক কেহই নাই। আমি তোমার দরবারে হাযির, নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নে'মত তোমারই জন্য আর রাজত্বও; তোমার শরীক কেহই নাই।"—বুখারী ও মুসলিম।

অথবা এই 'তলবীয়া' পাঠ করিবে—

লাব্বায়কা আল্লা'হুম্মা লাব্বায়কা লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়কা ওয়াল খায়রু ফী য়্যাদায়কা, আর্-রাগাবাউ ইলায়কা ওয়াল 'আমালু।

'আমি তোমার দরবারে হাযির, হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির। আমি তোমার দরবারে হাযির এবং আমি সর্বদা তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত, আর তোমারই হস্তদ্বয়ে রহিয়াছে যাবতীয় কল্যাণ। আমার যাবতীয় কামনা ও বাসনা তোমারই নিকট আর তোমারই উদ্দেশ্যে আমার আমল।"—বুখারী ও মুসলিম।

স্নান করতঃ আতরাদি সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত করায় শরীরের বাহির পবিত্র হইল, দুই রাক্'আত নামায পাঠে অন্তর পবিত্র করা হইল। এখন ভিতর ও বাহিরের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা লইয়া বার বার উচ্চৈঃস্বরে সকাতরে আল্লাহ তা'লার পবিত্র ও মধুর নাম উচ্চারণ আরম্ভ করা হইতেছে।

রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, আমার নিকট জিবরীল আঃ আগমন করিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে, আমি যেন আমার সাহাবাগণকে উচ্চৈঃস্বরে তলবিয়াহ পাঠ করিতে হুকুমকরি।—মালিক, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজা এবং দারমী।

মীকাত বা ইহরাম বাঁধিবার স্থান: মদীনার অধিবাসীদের জন্য যুলহোলায়ফা, শাম দেশের লোকদের জন্য জোহফা, নজদের লোকদের জন্য করনোল মানাযেল এবং ইয়ামন দেশীয় লোকদের জন্য ইয়ালমলম্ আর মক্কা-বাসীদের জন্য তাহাদের স্ব স্ব গৃহই ইহরাম বাঁধিবার স্থান।

পাক ভারত হইতে যাহারা হজ্ যাত্রা করেন তাঁহাদের জাহাজ এই ইয়ালমলম্ পাহাড়ের সম্মুখীন হইলে তাঁহারা হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধিয়া থাকেন।

তওয়াফ: ইহরামের অবস্থায় মক্কাশরীফে প্রবেশ করতঃ কা'বা শরীফকে বেষ্টন করিয়া সাত বার প্রদক্ষিণ করিতে হয়, ইহাকে তওয়াফ বলে। মধ্যে আর একবার তওয়াফ করিতে হয়, ইহাকে তওয়াফে যিয়ারত বলে। বিদায়কালে শেষ একবার তওয়াফ করিতে হয়, ইহার নাম তওয়াফে বেদায়ী।

হজরে আসওয়াদ: কোন বস্তুর চারিদিকে অনেকবার গোলাকারে প্রদক্ষিণ করিতে হইলে সেই তওয়াফ বা প্রদক্ষিণের গণনা এবং প্রত্যেক প্রদক্ষিণের আদি অন্ত নির্দেশ করিবার জন্য সেই গোলাকারের মধ্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এইজন্য কা'বা গৃহের এক কোণে বাহিরের দিকে হজরে আসওয়াদ নামক একটি পাথর আছে। প্রত্যেক তওয়াফ এই স্থান হইতে আরম্ভ ও শেষ করা হয়। প্রতিবারে এই প্রস্তরকে চুম্বন করিবে, তাহা করিতে অক্ষম হইলে হাত দিয়া বা কোন ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিবে; আর তাহাও যদি সম্ভব না হয় তবে সেই দিকে ইঙ্গিত করিয়া সেই হাত অথবা ছড়ি চুম্বন করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছা'য়ী বা দৌড়ানঃ কা'বা শরীফের নিকটেই ছাফা ও মারওয়া নামক দুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার দৌড়াইতে হয়। হযরত ইসমাঈল আ:-র মাতা হযরত হাজেরা আঃ—পতি হযরত ইব্রাহীম আঃ কর্তৃক নির্বাসিতা হইয়া এই বিজন বারিহীন মরু প্রান্তরে যখন পিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন, তখন পানি অন্বেষণে সাতবার এই দুই পাহাড়ের মধ্যে ছুটাছুটি করার পর সেই সঙ্কটকালে তাঁহাদের উপর আল্লাহ তা'আলার দয়ার সাগর উথলিয়া উঠে—মাটি ফাটিয়া যমযম কূপের উৎপত্তি হয়। ক্রমান্বয়ে অন্য দেশীয় লোক সেই স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকে, এইরূপে কালক্রমে মক্কা মহানগরীর উৎপত্তি হইয়াছে। সেই পবিত্র ঘটনার তথা আল্লাহ তাআলার এই অভূতপূর্ব করুণার কথা স্মরণ করিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এই দুই স্থানের মধ্যে সেইরূপ সাতবার দৌড়াইতে হয়।

আরাফায় দাঁড়ানঃ আরাফা মক্কা শরীফ হইতে ৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ীয় স্থান। এই স্থান ও উহার সন্নিহিত মাঠে যুলহজ্জ মাসের ৯ই তারিখে হজ্জপালনকারীগণ একত্রিত থাকেন। ইহারই নাম হজ্জ; একই সময়ে একই স্থানে একই উদ্দেশ্যে সমগ্র জগত হইতে আগত লোকের একত্রিত হওয়া, আল্লার স্মরণে ব্যাপৃত হওয়া, তাঁহার নিকট কাতরতা ও আবেদন নিবেদন জানান প্রভৃতিতে অশেষ কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হইয়া থাকে।

হজ্জে মোফরাদ: আরাফার দিন হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিবে অর্থাৎ যুলহজ্জ মাসের নবম দিবসে আরাফায় হাযির হইবে। তথায় কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিলে মোযদলফা নামক স্থানে আসিয়া রাত কাটাইবে। পরদিন প্রাতঃকালে "মেনা" নামক স্থানে গমন করতঃ কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে; মাথায় চুল ফেলিয়া ইহরাম খুলিয়া ফেলিবে, পুনঃ আসিয়া কাবা শরীফের তওয়াফ করিবে, অতঃপর ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়াইবে। পুনর্বার মেনায় গিয়া তিন দিন বা দুই দিন থাকিবে, প্রত্যেক দিন কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে। পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া কা'বা শরীফের তওয়াফ করতঃ বিদায় হইবে।

ওমরা: ইহরাম বাঁধিয়া কা'বা শরীফের তওয়াফ করিবে, ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়াইবে এবং মাথার চুল ফেলিয়া ইহরাম খুলিয়া ফেলিবে।

কিরান: হজ্জ এবং ওমরার জন্য একই ইহরাম বাঁধিবে, ওমরা শেষ করিয়াও ইহরাম অবস্থায় থাকিবে, ইহরাম খুলিবে না। হজ্জের জন্য আরাফার মাঠে যাইবে এবং মেনায় ফিরিয়া আসিয়া উপরোল্লেখিত নিয়মানুসারে ইহরাম খুলিয়া অবশিষ্ট কার্য্য করিবে।

তামাত্তোঃ হজ্জের মাস সমূহের কোন একদিনে অর্থাৎ শাওয়াল, যুলকা'দ ও যুলহজ্জ মাসে মীকাত হইতে ইহরাম বাঁধিবে। মক্কা শরীফে প্রবেশ করিয়া ওমরার সমুদয় কার্য্য পূর্ণ করতঃ ইহরাম খুলিয়া মক্কায় অবস্থান করিবে। অতঃপর যথা সময়ে নূতন করিয়া হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া আরাফার মাঠে গমন করিবে এবং মোফরাদ হজ্জে উপরোল্লেখিত সমস্ত বিধি পূর্ণ করিবে। ওমরা এবং মোফরাদ হজ্জে কুরবানী করা মুস্তাহাব—ওয়াজেব নহে। কিরাণ ও তামাত্তো হজ্জে এবং ইহরাম অবস্থায় ভুল ভ্রান্তির জন্য কুরবানী ওয়াজেব হয়।

গোসল: তিনবার গোসল করিতে হয়। ইহরাম বাঁধিবার সময় একবার, মক্কায় প্রবেশ করিবার সময় একবার আর আরাফায় দাঁড়াইবার সময় একবার।

ইহরাম বাঁধিয়া প্রথমবার মক্কায় প্রবেশ করতঃ কা'বা শরীফের তওয়াফ করিয়া মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকআত নামায—১ম রাক'আতে কুল ইয়া ২য় রাক'আতে কুল হুআল্লাহ পুঃ সশব্দে পড়িতে হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সৈয়দ নযীর হুসাইন

(২৬৮-এর পাতার পর)

শাইখকে অহেতুক মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে এবং কাফির বলা হয়েছে।" তারপর মাওলানা তালাত্তুফ সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন, "আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না, আমি আপনাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করি নাই। আমার খাস মহলে আপনাদের স্থান নির্দেশ করেছি। কিন্তু এই যে সওয়াল জওয়াব—এ সমস্তই আপনাদেরই সাড়ে তিনশত লোকের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফল।" এরপর পাশা শাইখকে সসম্মানে আহ্বান করলেন, স্বহস্তে তাঁকে কফি পরিবেশন করলেন, উপরোক্তরূপ সওয়াল জওয়াবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং দু'আর আবেদন জানালেন। তারপর জানতে চাইলেন, মাদীনা যাবেন কিনা। শাইখ উত্তর করলেন, "এখানেই এত লাঞ্ছনা, আল্লাহ জানেন সেখানকার পরিস্থিতি কি? শত্রু দল সেখানেও আমাকে অনুসরণ করবে। সুতরাং এখান থেকেই ফিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।" এই মন্তব্য শোনার পর পাশা সাহেব মাদীনা মুনাওয়ারার পাশার নামে একখানা পত্র লিখলেন এবং তা সীল মোহর করে শাইখের হাতে অর্পন করলেন। পত্রখানা তুর্কী ভাষায় লিখিত ছিল। তার অনুবাদ এইরূপ :

জনাব মাদীনা মুনাওয়ারার গভর্ণর সাহেব—হিন্দুস্তানের আলিমদের মধ্যে মাওলানা নাযীর হুসাইন ও তাঁর এক শাগরেদের বিরুদ্ধে তাঁদেরই দেশের কতিপয় লোকের দ্বারা কতকগুলো অভিযোগ আনয়ন করা হয়। অনুসন্ধান করে জানা গেল, তাঁরা নির্দোষ। সুতরাং ওখানেও এই ধরণের অভিযোগ আনীত হতে পারে। বিধায় পূর্বাহ্নেই আপনাকে তাঁদের নির্দোষিতা অবগত করান যাচ্ছে।

স্বাক্ষর—সৈয়দ ওসমান নূরী, গভর্ণর, হিজায, মক্কা মুয়াজ্জম, তারিখ ২৬শে যুলহিজ্জাহ হিজরী ১৩০০ সন।

কুচক্রীদের সকল চেষ্টাই একে একে ব্যর্থ হল। মিঞা সাহেব পাশা সাহেবের পত্র হস্তে মাওলানা তালাত্তুফ হুসাইনকে সঙ্গে নিয়ে মাদীনা পৌঁছেন। সেখানেও বিরোধীরা চেষ্টায় ক্ষান্ত হয় নাই কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারে নাই। যাহোক, মাদীনায় কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি জিদ্দায় চলে আসেন এবং সেখান থেকে বোম্বাই এর পথে জাহাযে আরোহণ করেন।

ইং ১৮৮৪ সনের ১লা জানুয়ারী শাইখ বোম্বাই পৌঁছেন। তাঁর বোম্বাই পৌঁছার খবর তিনি তাঁর দিল্লীস্থ ও অন্যান্য স্থানের বন্ধু-বান্ধবদের যথারীতি জানান এবং বোম্বাই থেকে দিল্লী রওয়ানা হবার তারিখও উল্লেখ করেন। দিল্লীর নিকটবর্তী প্রত্যেক ষ্টেশনে তাঁর দর্শনাকাঙ্খীদের অপ্রত্যাশিত ভিড় হয়। হাফিয ডেপুটী নাযীর আহমাদ এল, এল, ডি, সাহেব বলেন, "মিঞা সাহেব যখন হিজায থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন দিল্লী ষ্টেশনে এত জন সমাগম হয় যে, ষ্টেশনের কর্মচারীরা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে লক্ষ্য করতে থাকেন, কোন্ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে।" এই জন—সমুদ্রের মধ্যে মিঞা সাহেবের পক্ষে এক কদম পরিমাণ অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। বহু চেষ্টার পর নাওয়াব মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন, খান বাহাদুর রাঈস লোহারু এবং আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে ঘিরে নিয়ে প্লাট ফরম থেকে বাইরে আসেন এবং ফিটনে বসিয়ে দেন।

www.ahlehadeethbd.org

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর ছাত্র ও ভক্তের দল।

তাঁর শাগরেদের দল মাক্কা মুআয্যামাহ মাদীনা, মুনাওওয়ারা, য়ামান, নাজ্দ, সিরিয়া, আবিসিনিয়া, তিউনিস, আল্‌জাযাহির, কাবুল, গায্না খোরাসান, কান্দাহার, সামারকান্দ, বাল্‌খ, বুখারা, চীন এবং হিন্দুস্তানের প্রতি শহর, প্রতি প্রতি জেলা, ও প্রায় প্রত্যেক থানায় বিস্তার লাভ করেন। এতে তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়।

১। ইলমুল্‌হাদীসের বিস্তার মিঞা সাহেবের দ্বারা যেমন হয়েছে আর কারও দ্বারা তেমন হয় নাই।

২। অপর কোনও উস্তাদের কাছে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে নাই।

৩। কোন উস্তাদেরই ছাত্র সংখ্যা পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে এরূপ বিস্তৃত হয়ে পড়ে নাই।

শেষ বারের মত তিনি যখন আরা শহরে এসেছিলেন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য ষ্টেশন থেকে পাল্কীর ব্যবস্থ করা হয়। তাঁর প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়া মাত্র তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তের দল এমন অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে যে, তাঁরা নিজেরাই ঐ পাল্কী কাঁধে তুলে নিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেন। শুধু তাই নয়। অসংখ্য ভক্তের দলের মধ্যে কাঁধ বদলানোর প্রতিযোগিতা চলেছিল। ষ্টেশন-ষ্টাফ ও মুসাফিরের দল অবাক বিস্ময়ে ভাবছিল এ কোন্ মহাপুরুষ যাঁর পাল্কীর বেহারা স্বনামধন্য উলামা ও রঈসের দল হয়েছে।

একমাত্র পুত্র মাওলানা শারীফ হুসাইন সাহেবের তিরোধান—

ইং ১৮৮৭ সনে ২রা মার্চ বুধবার দিনে মিঞা সাহেবের একমাত্র পুত্র মাওলানা শারীফ হুসাইন ৫৭ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর মাতৃবিয়োগের ১৭ বৎসর পরে, মিঞা সাহেবের হারামাইন যিয়ারত করার সাড়ে তিন বৎসর পরে এবং তাঁর নিজের ইনতিকালের ১৬ বৎসর পূর্বে শরীফ হুসাইন সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শামসুল-উলামা খিতাব লাভ

ইং ১৮৯৭ সালে ২২শে জুন তারিখে মঙ্গলবার দিন তিনি শামসুল-উলামা উপাধি লাভ করেন। মিঞা সাহেবের সংস্পর্শ লাভ করার সুযোগ যাঁদের ঘটেছে তাঁরা জানেন তিনি কিরূপ মুত্তাকী, পরহিযগার ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করেন। তাঁর চরিত্রে পার্থিব সম্পদ লাভের কোনরূপ বাসনা বা প্রচেষ্টা ঘুণাক্ষরেও প্রবেশ করতে পারে নাই। পাঞ্জাবের লেফটেনেন্ট গভর্ণরের নির্দেশ ক্রমে দিল্লীর কমিশনার সাহেব যখন মিঞা সাহেবকে 'শামসুল-উলামা' খিতাব প্রদান করেন তার এক মিনিট পূর্বও তিনি এ সংবাদ অবগত ছিলেন না।

তাঁকে এই খিতাব প্রদানের পর দিল্লীর দিল্‌গুদায ৫ পত্রিকায় 'শামসুল উলামা' শিরোনামায় এক মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তার সারমর্ম এই ছিল, মাওলানা সৈয়দ নাযীর হুসাইন সাহেব মুহাদ্দিস দেহলভীর এই খিতাব দ্বারা তাঁর গৌরব কিছুই বর্দ্ধিত হয় নাই। বরং ঐ বুযর্গের নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় খিতাবটাই গৌরবান্বিত হয়েছে।

৫। দিল্‌গাদায শুদ্ধ নহে।

—ক্রমশঃ

(২৬০ এর পাতার পর)

أسمال : (سمل এর বহুবচন : পুরাতন কাপড়) পুরাতন বস্ত্রখণ্ড সমূহ। বহুবচনে সাধারণতঃ তিন বা ততোধিক সংখ্যা বুঝায়। কিন্তু এখানে ইহা مليتين দ্বিবচনের দিকে مضاف হওয়ায় ইহা দ্বারা দুই খণ্ড বস্ত্র বুঝানো হইয়াছে।

مليتين : (ملاءة : থান কাপড় ; উহা হইতে مصغر বা diminutive রূপ হইল مليّة ; ছোট বস্ত্রখণ্ড ; উহার দ্বিবচন مليتان ; ইহা الى مضاف হওয়ায় مجرور অবস্থায় مليتين হইল।) দুই খণ্ড ছোট থান কাপড়।

كانتا بزعفران وقد نفضته : كانتا র দ্বিবচন স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম مليتين-র দিকে, نفضت র একবচন স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম أسمال-র দিকে এবং ه সর্বনামটি زعفران এর দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। কোন কোন প্রতিলিপিতে نفضتا রহিয়াছে ; সে ক্ষেত্রে উহা معروف ও مجهول উভয়ই পড়া শুদ্ধ হইবে।

وفي الحديث قصة طويلة : এই হাদীস সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ঘটনা রহিয়াছে। ঘটনাটি সম্পর্কে জামি' তিরমিযীর ভাষ্যকার বলেন যে, ঘটনাটির **পূর্ণ বিবরণ** কোথাও পাওয়া যায় না।—তুহফা : ৪।২৩ পৃষ্ঠা। যাহা হউক, বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ হইতে ঘটনাটির যে আংশিক বিবরণ পাওয়া যায় তাহা দিয়ে দেওয়া হইল।

হাদীসটির বর্ণনাকারিনী হযরত কাইলাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বাকর ইবনু ওয়াইল গোত্রের প্রতিনিধি হুরাইস ইবনু হাস্সানের সঙ্গে মদীনা যান। অনন্তর, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট পৌছেন তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পাছার উপর ভর দিয়া উরুদ্বয়কে পেটের সহিত লাগাইয়া, দুই হাত দিয়া উভয় পায়ের নলা বেড়াইয়া ধরিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। কাইলাহ তাঁহাকে ঐ ভাবে গভীর চিন্তামগ্ন ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকেন। ঐ সময় একজন লোক খেজুর গাছের একটি শাখা হাতে সেখানে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলিয়া সম্ভাষণ জানাইলে তিনি সালামের জওয়াব দেন। তারপর, ঐ লোকটি কাইলাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে বলেন, "আল্লার রাসূল, অসহায়া বেচারী মহিলাটি যে ভয়ে কাঁপিতেছে !" তাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কায়লাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, হে বেচারী অসহায়া মহিলা তোমার প্রতি শান্তি হউক।" এই কথা বলিবামাত্র কাইলার ভয় ও কম্পন তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়।

অতঃপর বাকর ইবনু ওয়াইল গোত্রের হুরাইস' নামক প্রতিনিধি সঙ্গীটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট হইতে 'দাহনা' নামক স্থান সম্পর্কে একটি হুকুম নামা লিখাইয়া লইবার প্রস্তাব করেন। ঐ দাহনা স্থানটি ছিল বানূ তামীম গোত্রের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিনিধি লোকটি বলেন: "আল্লার রাসূল, দাহনা স্থানটি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে ও বানূ তামীম লোকদের মধ্যে এই মর্মে একটি ফরমান লিখাইয়া দেন যে, বানূ তামীম লোকদের মধ্যে যাহারা বিদেশ যাত্রা করিবে অথবা যাহারা কোন কার্যবশতঃ আমাদের নিকট আসিবে তাহারা ছাড়া বানূ তামীমের অপর কেহই দাহনা অতিক্রম করিতে পারিবে না।" তাহার এই আবেদনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সেখানে উপস্থিত কোন একজন সাহাবীকে ঐ মর্মে ফরমান লিখিতে নির্দেশ দেন। কাইলার বাড়ী-ঘর দাহনা অঞ্চলে ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের ঐ নির্দেশ শুনিয়া কাইলাহ আতঙ্কিত হন এবং বলেন, "আল্লার রাসূল, ইনি আপনার নিকট ন্যায্য প্রার্থনা করেন নাই। বস্তুতঃ, দাহনা হইতেছে উটের বাথানের যায়গা এবং ছাগলের চারণভূমি ; আর উহারই সন্নিহিত স্থানে বানূ তামীমের স্ত্রী-পুত্রেরা বাস করে।' তখন নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ফরমান লিখিতে বারণ করেন এবং বলেন, "এই অসহায়া মহিলা সত্য বলিয়াছে। বস্তুতঃ এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। তাহারা সকলে পানি ও ঘাসে সমানভাবে শরীক থাকিবে এবং বিশৃঙ্খলা রোধ করা ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করিবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ

মুস্কিলের সাতে আছে জানিও আছান। কেলেস সহিতে ফের আরামি নিদান *

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ، وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

সমঝাইয়া লোকে ছুটি পাইবি জখন। আপন রব্বের দিগে দেল লাগিবে তখন *

سورة الضحى مكية وهى احدى عشرة اية

* ছুরা জোহা, মক্কায় উতরিল, ১১ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ، وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى

কিরে কোরে কহি আমি চড়তি ধুপের। আর আন্ধার ছায় জবে ফিরে সে রাতের *

॥ ফাএদা ॥

আল্লা তালা ধুপের আর আন্ধারা রাতের। কিরে কোরে জানাইলো মজমুন নিচের *

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

তোর রব তোমারে বিদাই নাহি দিলো। আর তোমার পরে সে বেজার নাহি হোলো *

॥ ফাএদা ॥

নবির হুজুরে থোড়া দিন জিবরিল নাহি এল। কাফের তখন ঠাট্টায় করিতে আছিল *

মহাম্মদের রবে তারে বিদাই এখন দিলো। আর তার উপরেতে বেজার হইল *

পয়গম্বরির কাম হৈতে ছাড়াইয়া দিলো। বেজার হৈয়া জিবরিলে নাহি পাঠাইলো *

রছুলোল্লা তাহাদের কথা জে শুনিয়া। শুস্ত বড়ো মোনে আপন গেলেন হইয়া *

তাহার বাদে এই ছুরা নাজেল হইল। তখন গিয়া রছুলের মোন স্থির হোলো *

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

আখেরে তোহার ভালো আগাম হইতে। এমন চিজ দিবে রব্বে খুসি হবে তাতে *

www.ahlehadeethbd.org

ٱلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـاٰوٰى - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى - وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَـاَغْنٰى

এতিম পাইয়া তোরে ঠেকানা জে দিলো। পথহারা দেখ্যে ফের রাহা বাঁধাইলো *
আর জবে তোমারে কাঙ্গাল পাইল। ফের তবে তালেবর তোরে বানাইল *

॥ ফাএদা ॥

পেটে রেখে বাপ তোমার মরিয়া সে গেল। পরওরস করিতে ফের দাদাকে জে দিলো *
আট বরছ উম্মর বিচে দাদা সে রাখিয়া। দুনিয়া হইতে গেলো বিদায় হইয়া *
তাহা পরে চাচা পাছ রহিয়া মোদাম। জওয়ান হইয়া দেখে লিলি আপন কাম *
খেষ আর কোড়মা তোমার ছিল জতো। এক জোন নাহি ছিলো দিনদারের মতো *
তোমায় বাতায়া দিলাম এই মত রাহা। তাবোত দিনদারের গেলি হৈয়া বাদসাহা *
আর তোমার কাঙ্গলের হাল দেখিয়া। খোদেজার সাতে দিলাম নেকা করাইয়া *
ধোন কোড়ি জতো কিছু হৈলো তোমার হাতে। তালেবর গেলি হৈয়া নেকাহেরি সাতে *

فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

তবে তুমি এতিমেরে নাহিক দাবাও। আর ছওয়াল জেই করে নাহিক ঝেড়কাও *
আর জতো নেয়ামত রব্বের আপনার। বয়ান করিয়া কহো নিকটে সবার *

॥ ফাএদা ॥

বিনে বাপের ছাওালেরে কোন বাত। কখনোবি বদ চিত না কহো নেহাত *
আর জেই লোক থাকে পর ভরোসায়। তাহার উপর কভু গোস্বা নাই হয় *
আর ফজোল হৈলো জতো রব্বের তোমার। বয়ান করিয়া কহো তুমি নিকটে সবার *

سورة اليل مكية وهى احدى وعشرون اية

* ছুরা লাএল, মকায় উত্তরিল, ২১ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى - وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى - وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى

কিরে করি রাতের জবে হইয়া জায় আন্ধার। আর দিনের জবে হয় রৌসনি তাহার *
আর যাহা বানাইল নর আর মাদা। তোমাদের কাম কাজ আছে জোদা জোদা *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

॥ ফাএদা ॥

বড়ো আন্ধার রাতের আল্লা কছম করিয়া। আর দিন উজালার কিরে জে খাইয়া *
আর কিরে নর আর মাদার করিয়া। এই বাত ফের সেই দিল জে কহিয়া *
তোমরা জতো সবে আছে জে তামাম। তরোতরো আছে জে তোমার কাজ কাম *
কোন লোকে নেক কামের দিগে দেল লাগায়। কোন লোক বুরা কামের তরফ চোলে জায় *

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

জেই লোকে দেয় আর ডরাইয়া থাকে। আর দেলে ছাচ্চা বোঝে ভাল বাতকে *
তবে আমি লিএ জাবো সে লোকদিগে। সহজ সহজে তাহে আছানির বাগে *

॥ ফাএদা ॥

জেই লোকে খরচ করে আপনার মাল। ছাচ্চা দেলে আর ডরে আল্লারে কামাল *
নেক কাম জতো সকল মোনে ভালো ধরে। ধোন কড়ি আল্লার রাহে বহুত খরচ করে *
সেই লোকের কাম সকল করিব আছান। ধিরে ২ সহজ দিগে আনিব নিদান *

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ

বখিলি করেন দেলে আপনার জেই। আর করে না পরওাই দেল বিচে সেই *
আর ভাল বাতকে ঝুটলাইয়া থাকে। ধিরে ধিরে লেবো তারে মুস্কিলের দিকে *

॥ ফাএদা ॥

বখিলির সবব কোড়ি খরচ নাহি করে। নাহি কিছু দেয় ফকির ফুকরার তরে *
খয়ের খয়রাত আর সকল নেক কাম। দেলে ঝুট বোঝে তাহার ছওাব তামাম *
ধিরে ২ আমি তবে সেই লেউড়িকে। লিয়ে জাবো ক্লেষ আর মুস্কিলের দিকে *

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ -

নাহি কামে লাগিবেক জতো কোড়ি তার। জখন গিয়া পড়িবেক গাড়ের মাঝার *

॥ ফাএদা ॥

মরিয়া গেলে তার ধোন কোড়ি। পড়িয়া রহিবে আর জাবে ছড়াছড়ি *

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ - وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ -

জিম্মে আমার লোকেরে বুঝাইয়া দেওা। এখতিয়ারে আমারি তো পেছলা ও পহেলা *

www.ahlehadeethbd.org

॥ ফাএদা ॥

আখেরাতের খুবি দেই চাহে তারে জেই। দুনিয়ার খুবি জেই চাহে তাহে দেই *
দিন দুনিয়ার খুবি করে জে ছওাল। তাহা বি দেই রাখি কোদরত কামাল *

فانذرتكم نارا تلظى - لايصلها الا الاشقى - الذى كذب وتولى -

ডরাইলাম তোমায় এক তপ্ত আগুন হাতে। পড়িবেক বড়ো বদবক্ত জেই তাতে *
সেই লোকে জেই ত ঝুটলাইয়া থাকে। আর মুখ ফিরাইয়া থাকে জেই লোকে *

॥ ফাএদা ॥

জেই লোকে ঝুট বোঝে আল্লার কালাম। মুখ ফেরায় তাবেদারি হইতে মোদাম *
সেই লোক বদবক্ত আছে ত সদাই। জ্বলে সেই আগুন বিচে যাহার তাত বড়ই *
তোমাদেরে তার খবর দিলাম শুনাইয়া। তপ্ত আগুন হইতে দিলাম ডরাইয়া *

وسيجنبها الاتقى - الذى يؤتى ماله يتزكى -

আর ভবে বেঁচে রহে ডর বড়ো জারে। জেই দেয় মাল আপন পাক হবার তরে *

॥ ফাএদা ॥

ডরেতে আল্লার করে জাকাত আদায়। এই বুঝে মাল তাহার পাক হৈয়া জায় *

وما لاحد عنده من نعمة تجزى - الا ابتغاء وجه ربه الاعلى -
ولسوف يرضى -

আর কারো আল্লার পরে নাহিক এহছান। বদলা তার পাবে জে হুজুরে রহমান *
কিন্তু আপনার রব্বের খুসির কারোণ। করিতে থাকে নেকি জদি কোন জোন *
আল্লা তবে তার নেক কামের ছববে। এহা পরে তাহারে খুসি জে করিবে *

سورة الشمس - مكية وهي خمس وعشرة اية -

* ছুরা সামছ, মকায় উত্তরিল, ২৫ আএতের *

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا -

করিয়া কছম আমি কহি শুরুজর আর কসম তার চড়তি ধুপের *

www.ahlehadeethbd.org

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهَا ـ

আর চান্দের কহি আমি কছম করিয়া। শুরুজের পিছে জেই আইসে চলিয়া *

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّٰهَا ـ

আবার আমি এই কহি দিনের কছম কোরে। জে সময়ে রৌশনি তাহার জাহের করে *

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰهَا ـ

আর কহি রাত্তের আমি কছম করিয়া। আন্ধিয়ারা তাহার জবে জায় ছাপাইয়া *

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا ـ

আর কহি আছমানের কছম খাইয়া। আর তার জেমত গঠোন দিলো বানাইয়া *

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ـ

আর কহি কছম কোরে জমিনের এ বাত। আর জে মত বিছাইলো তাহারে নেহাত *

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ـ

আর কহি জিউ-জানের কছম আমি কোরে! আর ঠিক জেই মতো বানাইলো তারে *

॥ ফাএদা ॥

জান আছে সকলের ধড়ের বাদসাহা। জান না রহিলে মিছে জতো আছে জাহা *

জানের বাড়া বদোনে কোন খোন নাই। জান ঠিক থাকিলে বড়ো বাদসাই *

فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ـ

ফের সমুজ বুজ দিলো ওই সবাকারে। পরেজগারি বদকারির জতো কিছু তারে *

॥ ফাএদা ॥

বুরা আর ভালা কাম তাবোত সকল। বুঝাইয়া সমজাইয়া দিলো বিলকুল *

Contents

قد افلح من زكها وقد خاب من دسها -

পাক করিল জেই তারে মোরাদ পাইল। না-মোরাদ হৈলো জেই থাকে মেলাইল *

॥ ফাএদা ॥

জেই লোকে সমজিয়া করে ভালো কাম। মকছেদ হাছেল তবে হইল তামাম *

আর জেই তার মতো না করিল কাম। বরবাদি তবে তার তাহে লাকালাম *

كذبت ثمود بطغوها - اذ انبعث اشقها -

ঝুটলায় ছমুদ আপন ছেরকসি হইতে। খাড়া এক বদবক্ত জবে হয় তাতে *

فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها -

ফের কহে তাদের এই রছুলে খোদার। খবরদারি করো এই উটনি আল্লার *

পানি পেবার বারি তার করে মোকরর। বারি তার সবে করে একদিন পর *

فكذبوه فعقروها -

ফের তারা ঝুটলাইয়া কেটে তারে ফেলে। গোস্ত তার আপোসেতে খাইল সবে মিলে *

فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها -

ফের আল্লা গোনাহের তরে তাহাদের। চালাইলো আপোনার কোড় আজাবের *

বরাবর কোরো দিলো তাদেরে আখের। নাম ও নেসান তাবোত মিটে গেল ফের *

ولا يخاف عقبها -

আল্লা তালা নাহি ডর রাখেতো কাহার। বেছু কোনো বদলা জে হইবে তাহার *

॥ ফাএদা ॥

ছমুদ নামেতে আগে এক গোরো ছিল। বেহুকুমি আল্লার তারা করিতে লাগিল *

তখন আল্লা তালা ছালে নবীকে পাঠাইলো। হুকুম আর মানা আপে জানাইয়া দিলো *

ছমুদেরা হুকুমেতে না করে আমল। কিন্তু ছালে নবীকে সে ঝুটলায় সবল *

আর তারা সকলেতে কহে এই বাত। তবে তোমারা নবি জানি তোমারে নেহাত *

এই জে পাহাড় এক আছে ফেটে জায়। তাহাতে আওয়াজ এক বড়ো বার হয় *

www.ahlehadeethbd.org

আর সেই পাহাড়ের বিচেতে হইতে। বাহির হয় জানওয়ার আওয়াজেরি সাতে *
গঠন উটেরি মতো তার হয় তাবত। কিন্তু তার অঙ্গে পসাম হয় সাদা মত *
আর তার নাক কান মুখ হয় এমন। তোমাকে বলিয়া দেই আমরা জেমন *
আর তার পাও নেজ থন এই মতো। কিন্তু সে গাবিন থাকে সোন হকিকত *
তাহা পরে সেই উট বাহির হইয়া। ডাকিতে ডাকিতে জেনো আসে ত চলিয়া *
বাচ্চা আপন পেট হৈতে বাহির কোরে দেয়। বাচ্চা হয় কিন্তু তার মায়ের নিয়ায় *
রঙ্গ ঢঙ্গ তার হয় মায়ের মতন। কিছু বি না ফরোক থাকে কহিনু জেমন *
আর সেই দুধ দেয় হর রোজ এতো। এই সহোরের বিচে খরচ হয় জতো *
এয়ছাই মাজেজা জদি পারো দেখাইতে। তবে পারো আমাদেরে দিনেতে আনিতে *
তবে হবো মোরা সবে তোমার তাবেদার। বরাবর রহিব তাবে না করিব এঙ্কার *
জাহা বলো তাহা করি সবে মিলে মোরা। কভু না ফারাক করি এই বাত জারা *
ছালে নবি শুনে এই দোওা সে করিলো। তখনি তো এহা আল্লাতালা কোরে দিলো *
তাহাতে কতেক লোগ আনিল ঈমান। আর বাকি রহিলো তাবোত বেঈমান *
এ সকল জাদু বোলে কাটাইয়া দিলো। ছালে নবির উপর ইমান নাহিক আনিলো *
সেই জে উটনির হাল এই মতো ছিলো। জেই ময়দানের বিচে চরিতে সে গেলো *
সকলি জানওার তারে দেখিয়া পালায়। আপন আপন থনেতে জাইয়া সে লুকায় *
আর জেই পাথারের পানি তারা খায়। কিছু পানি ছাড়ে নাহি তাবোত চুসে লেয় *
মাটে মাটে দিন ভর চরিয়া বেড়ায়। সাম হৈলে আসে সেই সহোরের মাজায় *
খাড়া হইয়া রহে সেই এক পহর ঝাড়া। নাহি টলে সেই জদি দেয় কেহু তাড়া *
ছুটো বড়ো তাবোত লোকে ভাঁড় লোটা লিয়া। দুধ তার দুয়ে লিয়া জায় সে চলিয়া *
জাতাআত লোকেদের বন্দ জবে হয়। ছালে নবির ঘরে এসে তখন শুয়ে রয় *
ছালে নবির হুজুরে জে লোকেতে আসিয়া। ফরিয়াদ করিতে লাগে উটের লাগিয়া *
তোমার উটনির হৈল এতোই জুলুম। মোদের জানওয়ার হৈল মরিবার রকম *
তারা নাহি ঘাষ খেতে পায় ময়দানেতে। জিউভোরে তারা নাহি পায় পানি পিতে *
তবে ছালে নবি তখন কহে এ বচন। আমি তবে এই কাম করিব এখন *
একদিন উটনিকে আমি জে বান্দিব। জানওারে তোমার ঘাষ পানি খেতে দিবো *
দোছরা দিন উটনিরে আমি সে ছাড়িব। এই মতো হামেসায় আমি তো করিব *
তাহার সহোরে ছিল অনেক বদকার। তাহা বিচে একজোন আছিলো ছরদার *
আর সেই দেসে বহুত ফাহেসা আওরত। টাকা লিয়া খোয়াইত আপনা হোরমত *
তাহা হৈতে এক নারি গিরনি জে দিলো। সেই ছরদারের সাতে পিরিতি হইল *
আর জতো তাবেদার ছুকরি ওহার। তাবেদার মরদ সহিত পিরিত তা সবার *

www.ahlehadeethbd.org

এক রোজ সেই গিরনি ভাবিত হইয়া। ছিল সেই ছর দারের নিকট বসিয়া *
পুরুষ পোছে কাহে আজ চেহেরা ওদাছ। কি বাতের ফেকের তেরা আসিয়াছে পাছ *
হাসি খুসি বিচে থাকো হামেসাতো তুমি। আজ তোমার মুখ দেখি কান্দনার আমি *
কহে তখন সেই নারি পুরুষে এ বাত। ছালের উট জুলুম দেসে করিল নেহাত *
আমার জানওয়ারের হৈলো মরিবার আকার। হাড়ে আর চামে জড়িত হইল সবার *
একদিন বিনে ঘাষ আর বিনে পাণি ! খানে বিচে বান্দিয়া রাখিয়াছি আপনি *
কাহাতক এই মতো করিব সদায়। আমার জানওয়ার সবের কি হবে উপায় *
জদি তুমি ওই উটনি মারিয়া আইসো। তবে জানি মরোদ, আমার বিছানায় বইসো *
নাহি পারো করিতে জদি এই কাম তুমি। তোমার সাতে হাসি খুসি না করিব আমি *
তখন শুনে এই কথা কহে সে জওান। কাল তবে তাহারে মারিব নিদান *
উটনি জবে রহে সেই রাস্তা বিচে খাড়া। আমি তার ঘাড়ে দিবো বসাইয়া খাঁড়া *
সেই বদবক্ত উট ফেলিল কাটিয়া। ভাগ কো'রে গোস্ত সব লিলেক বাঁটিয়া *
বাচ্চা তার মায়ের হাল এছাই দেখিয়া। সেথা হৈতে ছালে নিকট এলো পালাইয়া *
ছালে নবি উটের হাল পুছিলেন জবে। লোকে কহে কেটে খেলেম আমোরা তো সবে *
তাহার জুলুম ছিলো আমাদের পরে। হাড়ে চামে জড়িত হৈলো মোদের জানওারে *
এবে ঘাষ পানি যব জতেক তামাম। অ'মাদের জানওার খাইবে মোদাম *
ওই বাচ্চা উটনির পেটের জে ছিলো। জেথা হৈতে এসেছিলো সেই পাহাড়ে গেলো *
ছালে নবী তার পিছে দৌড়িয়া গেলেন। ডাকাকাকি বহুত তাহারে করিলেন *
নাহিক দেখিলো বাচ্চা যে ফিরিয়া। পাহাড়ের পরে গেলো ফের সে চড়িয়া *
তিনবার দিলো ডাক মাথা সে তুলিয়া। আর সে পাহাড় গেলো তখনই ফাটিয়া *
তাহা বিচে বাচ্চা সেই গেলো সান্দাইয়া। পাহাড় আবার বরাবর গেল জে হইয়া *
ছালে নবি আফছোছ তখন করিয়া। আপনার ঘরে তিনি এলেন চলিয়া *
জতো লোক ছিলো তাদের সকলে ডাকিয়া। এই [illegible]তে তাহাদেরে দিলেন কহিয়া *
তোমা সবে করিলে তো বহুত বুরা কাম। তিনদিন পরে আজাব ঘিরিবে তামাম *
আল্লার গজব জবে আসিয়া পড়িবে। দুনিয়াতে জিতা তোমায় নাহিক ছাড়িবে *
আগামেতে তোমাদের মুখ জরোদ হবে। পরে আবার মুখ সবার লাল হয়ে যাবে *
তাহা পরে মুখ কালো হৈয়ে জায় জবে। আল্লার আজাব এসে গারোত করে সবে *
ছালে নবীর কথা শুনে হাসিয়া উঠিলে। ঠাট্টা বিচে কথা তানার উড়াইয়া দিলো *
তোমারি ফেরেব তাবোত এসব জানা গেলো। দেলেতে তোমার গোস্বা বড়োই হইল *

—ক্রমশ :

www.ahlehadeethbd.org

এ, টী, হাদী, এডভোকেট

সমাজ সংস্কারই আঈন প্রণয়নের উদ্দেশ্য

'সমাজ সংস্কার আঈন প্রণয়নের উদ্দেশ্য' এ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে, আঈনের স্বরূপ ব্যাখা করা প্রয়োজন।

আঈনের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহা বাধ্যকারী। অর্থাৎ যাহারা আঈনের আওতায় পড়ে তাহাদিগকে কোন কিছু করিতে বাধ্য করাই হইতেছে আঈনের তাৎপর্য। তাই অপরাধ বা পাপ দমন করার জন্য আঈন প্রণয়ন করা হয়। ল্যাটিন ভাষায় ইহার ব্যাখা হইতেছে "Iura inventa metu iniusti fateare necesse est"

হব্‌স্‌ বলিয়াছেন, "আঈনকে পৃথিবীতে আনা হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যেন মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা যায় যাহাতে সে অপরের ক্ষতি সাধন না করিয়া বরং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া উঠে।" কাণ্ট একইভাবে আঈনের সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "সমষ্টিগত পরিবেশের অধীনে একজন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা অপর একজন মানুষের স্বধীন ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া যে সাধারণ স্বাধীনতা গড়িয়া উঠে সেই স্বাধীনতা মাফিক মানুষ যাহাতে নিজেদের সংঘবদ্ধ করিতে পারে সেই জন্যই আঈনের আশ্রয় লওয়া হয়।"

সিভিনি বলিয়াছেন, "আঈন এমন একটা নিয়ম যদ্বারা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তি-স্বত্বার অস্তিত্বে ও কার্য্যাবলীতে নিরাপত্তা ও ন্যায্য ব্যবহার পাইবার অদৃশ্য সীমা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।"

ক্রজ ও আহরেন্স যে চিন্তাশীলদের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁহারা দাবী করেন যে, আঈনকে এমনভাবে জন সাধারণের বোধগম্য করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পারিপর্শ্বিক অবস্থার মাধ্যমে মানবজাতি তাহাদের ভাগ্যকে এমনভাবে কার্য্যে বা বাস্তবে পরিণত করিতে সক্ষম হয় যাহাতে যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক লোক উপকৃত হইতে পারে। এই বৃহত্তম উপকার ব্যক্তিবিশেষের দিক দিয়াও হইতে পারে এবং সমাজের দিক দিয়াও হইতে পারে। এই উপকারকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার আদেশ বা নির্দ্দেশ যে শক্তি আন্জাম দিয়া থাকে সেই শক্তির নামই হইতেছে 'আঈন', এবং এই নিয়ন্ত্রন ও পরিচালন যে সংস্থার মাধ্যমে প্রবর্তিত করা হয় তাহাকে রাষ্ট্র বলে।

লক্ নিম্নলিখিত ভাবে আঈনের সংজ্ঞা দিয়াছেন, "আঈন এমন একটি সত্য বিশ্বাস যাহা মানুষকে শুধুমাত্র কোন সীমিত অবস্থার ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখে না বরং উহা এমন একটা স্বাধীন কৌশলী শক্তি যাহার উপদেশ নির্দেশ পালনের ফলে মানুষ প্রকৃত সুবিধা লাভে সমর্থ হয় এবং উহা এমন একটা নিয়ম যাহা উহার আওতাধীনদের মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। আঈনের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় স্বাধীনতাকে ব্যাহত, রোধ বা রহিত করা নয় বরং স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত ও প্রসারিত করা"।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আইন সম্পর্কে বেন্থাম বলিয়াছেন যে "আইনের বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে লক্ষনীয় বিষয় এই যে, ইহা যে সমাজে প্রচলিত থাকে সেই সমাজের লোকের অধিকতর সুখের সন্ধান উহা দিয়া থাকে।"

সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন যে, আইন হইতেছে এমন একটি স্বভাবজাত সামাজিক শক্তি যাহার কর্তব্য—সমাজকে সাহায্য করা। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আইনকে বিচার করিতে হইবে তাহার বাস্তব ফলের দ্বারা—দুর্জ্ঞেয় কল্পনার দ্বারা নয়। তাঁহারা সামাজিক পরিস্থিতিতে আইনের মাধ্যমে যাহা পরিবেশিত হয় তদ্বারাই আইনকে বিচার করেন।

উপরিউক্ত সূত্র সমূহ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে আইন প্রণয়ন দ্বারা সমাজকে কতটুকু পুণর্গঠিত বা উন্নত করা হইয়াছে। আমাদিগকে ইহাও বিচার করিতে হইবে যে, আইন প্রণয়নের দ্বারা সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দারিদ্র ও অভাব কি পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে এবং ইহা আমাদের প্রয়োজন কতটুকু মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে। পাকিস্তান অর্জনের সময় যে বৃটিশ আইন প্রচলিত ছিল সে আইন গ্রহণ করিয়া আমরা কি ফল লাভ করিয়াছি? আমদের ইহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, এইসব আইনের দ্বারা আমরা পাকিস্তানের জনগণের বা সমাজের অধিকাংশ লোকের সুখ সমৃদ্ধি বর্ধনে কতটুকু সক্ষম হইয়াছি। আমাদের আরো বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, যে সমস্ত লোকে এই আইন পালন করিয়া চলিতেছে তাহারা ইহার দ্বারা কতটুকু উপকৃত হইয়াছে সমাজ সংস্কারের পরিবর্তে সমাজ অপরাধ দমনের পরিবর্তে কেন অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহার অন্তর্নিহিত কারণ আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আইন প্রণয়ন দ্বারা আমাদের দেশে যে সব নিয়ম কানুন জারী করা হইয়াছে তাহা হইয়াছে বিদেশীদের দ্বারা। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণের প্রতি তাহাদের আগ্রহ মোটেই ছিল না। ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি তাহাদের কাম্য ছিল না। আইন প্রণয়ন দ্বারা কিভাবে প্রজাদলন করা যায়, শাসনের মাধ্যমে জনগণের উপর কিভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় এই ছিল ঐ আইনের মূল উদ্দেশ্য। এই কারণেই সমাজের অধিক সংখ্যক লোক সুখ সমৃদ্ধিতে বসবাস করুক এ দিকে তাহারা কখনও দৃষ্টিপাত করে নাই; বরং তাহাদের লক্ষ্য ছিল আইন এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে লোকের আত্মার উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটে। বৃটিশরা জঘন্যতম অপরাধ বা ঘৃন্যতম পাপের যে সব শাস্তির বিধান করিয়াছে তাহা আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করলে দেখিতে পাই যে, এই সব শাস্তি সমাজ সংস্কারের পরিবর্তে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়াইয়া দিতেছে এবং সমাজের নৈতিক মানে অবনতি ঘটাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৃটিশরা শাস্তির বিধান হিসাবে যে জেলের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতে অপরাধীর অপরাধ করার প্রবৃত্তি কম হওয়া দূরের কথা, বরং তাহারা জেলে অবস্থান কালে পাকা অপরাধীদের সংস্পর্শে আসিয়া অপরাধ করার বিভিন্নরূপ কৌশল ভালভাবে রপ্ত করে এবং জেল হইতে বাহির হইয়া সমাজকে অধিকতর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কলুষিত করে। শাস্তির ভীতি তাহার মন হইতে বিদূরীত হইয়া গিয়া অপরাধপ্রবনতা তাহার অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়। পরিতাপের বিষয়, আযাদী হাসেলের ২১ বৎসর পরেও আমরা বিদেশীদের প্রবর্তিত আইন দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। অপরাধ বা পাপ কার্য্যের সংখ্যা ক্রমাগত বর্ধিত হওয়ার ইহা অন্যতম কারণ। এ সমস্ত আইন যদি প্রচলিত থাকে তবে সমাজ ও জনসাধারণ অধঃপতিত হইতে বাধ্য।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালাভের পূর্বে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁহার বহু ভাষণে বলেন যে, পাকিস্তান ইসলামী আইনের একটী গবেষণাগার হইবে। তিনি যুক্তি প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়া দেন যে, পাকিস্তান এমন একটী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে যাহার মৌলিক ভিত্তি ইসলামী ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আমাদের শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলি দেখিতে পাওয়া যায়:—

(১) সমগ্র বিশ্বের সর্বময় কর্তৃত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহের। কাজেই তাঁহার নির্দ্ধারিত সীমারেখার মধ্যে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করা পাকিস্তানবাসীদের একটী পবিত্র দায়িত্ব।

(২) জন সাধারণের ইচ্ছা মোতাবেক পাকিস্তান একটী প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হইবে যাহার মৌলিক ভিত্তি হইবে ইসলামী ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৩) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র নিজশক্তি ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিবে।

(৪) স্বাধীনতা, সাম্য, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়নীতির যে স্বরূপ ও যে ব্যাখ্যা ইসলামে রহিয়াছে পাকিস্তানে উহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইবে।

(৫) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ধর্মগত ও আনুষ্ঠানিক স্বার্থ যথাযথ ভাবে রক্ষিত হইবে।

(৬) পাকিস্তানের মুসলিমগণ ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষা মুতাবিক অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নায় যাহা সন্নিবেশিত রহিয়াছে তদনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে নিজ নিজ জীবন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে।

(৭) মানুষের মৌলিক অধিকার যথা, আইনের সম্মুখে সমান অধিকার, স্বাধীন চিন্তার অধিকার, স্বাধীন বক্তব্যের অধিকার, স্বাধীন ধ্যান-ধারণা, ধর্মবিশ্বাস, সমাজ ও জনকল্যাণ সম্পর্কিত এবং আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সাপেক্ষে জনগণের স্বার্থে ও ন্যায়নীতির আনুকুল্যে রক্ষিত হইবে।

(৮) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে।

শাসনতন্ত্রের উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি ভূমিকা ছাড়া শাসনতন্ত্রের—১৯৯—২০৭ অনুচ্ছেদগুলিতেও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইসলামী আদর্শ বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের কার্য্যাবলী শাসনতন্ত্রের ২০৪ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে:

(ক) পাকিস্তানের মুসলিমদিগকে সর্ব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের জীবন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে সুপারিশ করিবে এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা অনুযায়ী গড়িয়া তুলিবে যাহাতে তাহা শীঘ্রই দেশে চালু করা যাইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(খ) উহা জাতীয় পরিষদ, রাষ্ট্রনায়ক ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে পরামর্শ দিবে এবং যে কোন প্রস্তাবিত আইন ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন ও সুন্নায় অনুমোদিত কি না তাহা প্রশ্ন করা হইলে ঐ উপদেষ্টা পরিষদ সে সম্পর্কে নিজ মতামত জানাইবে।

(গ) রাষ্ট্রনায়ক, শাসনকর্তা ও পরিষদ কর্তৃক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে উক্ত উপদেষ্টা পরিষদ ৭ দিনের মধ্যে তাহার উত্তর দিবে।

(ঘ) পরিষদ, রাষ্ট্রনায়ক অথবা শাসনকর্তা যে ক্ষেত্রে মনে করে যে, প্রস্তাবিত আইন জনগণের স্বার্থের প্রতিকূলে বলিয়া আন্দোলন উঠিয়াছে অতএব উহা রহিত করা হউক, সে ক্ষেত্রে ঐ আইন সম্পর্কে যে পর্য্যন্ত আদর্শ পরিষদের পরামর্শ না পাওয়া যাইবে সে পর্য্যন্ত উহা রহিত করা হইবে না।

ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের ২০৭ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে: সমাজ যাহাতে খাঁটী ইসলামী ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রনায়ক ইসলামী বিষয়ে গবেষণা করার ও উপদেশ দানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করিবেন। ঐ প্রতিষ্ঠান কুরআন ও সুন্নাহের প্রতিকূল আইন সংশোধন করিয়া কুরআন ও সুন্নায় অনুমোদিত আইন প্রণয়ন করিবে এবং প্রচলিত আইন সমূহকে কুরআন ও সুন্নাহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া তুলিবে। উপরোল্লিখিত বিধানসমূহ কার্য্যকরী করার জন্য রাষ্ট্রনায়ক একটি কমিশন নিযুক্ত করিবেন। উক্ত কমিশন যে সব বিধানের সংশোধন সঙ্গত বিবেচনা করিবেন সেই সব বিধান ঐ উপদেষ্টা পরিষদের নিকট পেশ করিবেন।

আমাদের শাসনতন্ত্রের উল্লেখিত ঘোষণাবলী সম্মুখে রাখিয়া আসুন আমরা পবিত্র কুরআনের কতকগুলি অনুশাসন পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, সেগুলি আমাদের ফৌজদারী আইনে পালিত হইতেছে কি না?

সত্য সাক্ষ্য দান—

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

يايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون •

"হে মু'মিনগণ তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহের জন্য দৃঢ় সাক্ষী হইয়া যাও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন ন্যায় বিচার করিতে বাধা না দেয়। ন্যায় বিচার কর, উহা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্ত্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ নিশ্চয় সুপরিজ্ঞাত। (সূরাহ আল্-মায়িদাহ: ৮)"

অনুকূল ও স্বাভাবিক ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ন্যায় নীতি অবলম্বনে সুবিচার করা হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে ফরিয়াদী বা আসামীর প্রতি বিচারকের মনে ঘৃণা, বিদ্বেষ বা ক্রোধ থাকে সে ক্ষেত্রে বিচারকের পক্ষে ন্যায় ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে সুবিচার করাতেই প্রকৃত বিচারের পরীক্ষা হয়। বিচার ব্যাপারে ইহার চেয়ে উচ্চ নৈতিক বিধান আর কি হইতে পারে? নরহত্যা, চুরি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি প্রভৃতির শাস্তি সম্বন্ধে আল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তা'আলা বলেন,

"যাহারা আল্লাহের ও তদীয় রসূলের সহিত যুদ্ধ করে এবং দেশে বিশৃঙ্খলা স্থাপনের প্রচেষ্টা চালায় তাহাদের কর্মফল এই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে ; অতঃপর বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হস্তপদ কর্তন করা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। পার্থিব জীবনে তাহাদের ইহাই লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।"—(সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৩৩)

এখানে "আল্লাহ ও তদীয় রসূলের সহিত" যুদ্ধ করার তাৎপর্য হইতেছে ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া মুরতাদ্দ হওয়া, নরহত্যা করা, লুণ্ঠন করা ইত্যাদি। এখানে বলা হইয়াছে যে, যাহারা ইসলাম-ত্যাগ, নরহত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য দ্বারা আল্লাহের রাজ্যে বিরাজমান শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে তাহাদের জন্য এই চারি প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা দেওয়া হইল :

(১) "কেহ শুধু হত্যা করিয়া থাকিলে তাহাকে হত্যা করা হইবে। (২) কেহ হত্যা ও অর্থ লুণ্ঠন উভয়ই করিয়া থাকিলে তাহাকে ক্রুস বিদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইবে। (৩) কেহ হত্যা না করিয়া যদি শুধু অর্থ লুণ্ঠন করে তবে তাহার হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করা হইবে। (৪) আর কেহ যদি এই সব কাজ করিতে গিয়া উহা সম্পাদনের পূর্বেই ধরা পড়ে তাহা হইলে তাহাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হইবে। এই নির্বাসনের একটি রূপ হইতেছে জেলে আবদ্ধ রাখা।

ইহাই ছিল সেই কালের এবং তাহার পরে কয়েক শতাব্দীর ফৌজদারী আইনের রূপরেখা। ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান, টানা দেওয়া, খণ্ড খণ্ড করা, চক্ষু উপড়াইয়া লওয়া, অপরাধীকে প্রচণ্ড রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা যাহা বিভিন্ন দেশে ইংরেজী আইন অনুযায়ী প্রচলিত ছিল—এই সব শাস্তি ইসলামে রহিত হয়।

চুরি করার দণ্ড—

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم •

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "চোর নর ও চোর নারী যে অপকর্ম করিয়াছে তাহার কর্মফল স্বরূপ তাহাদের হাত কাটিয়া ফেল। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে উপযুক্ত শাস্তি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী উপযুক্ত ব্যবস্থা দানকারী। অনন্তর যে ব্যক্তি তাহার অনাচারের পরে অনুতপ্ত হয় ও অসৎ স্বভাব সংশোধন করিয়া লয় তবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ মহা ক্ষমাশালী, দয়াবান।" (সুরাহ্ অল্ মায়িদা : ৩৮)

এখানে আমরা ফকীহদের মত আলোচনা করিব। অধিকাংশ ফকীহের মতে (ক) সামান্য বস্তু চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে না। নির্দিষ্ট পরিমাণ বা তদপেক্ষা বেশী চুরি করিলে হাত কাটা হইবে। (খ) প্রথমবার চুরি করিলে এক হাত কাটা হইবে ; এবং দ্বিতীয় বার চুরি করিলে এক পা কাটা যাইবে। হাত ও পা যোগে চুরি করা হয় বলিয়া এইরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যীশুখৃষ্টের সময় চোরকে শূল বিদ্ধ করা হইত।

খুন, যখম ও অঙ্গচ্ছেদ—

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তওরাতে তাহাদের উপর লিখিত ফরমান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত গ্রহণ করা হইবে, সকল যখমেই অনুরূপ শাস্তি। অনন্তর যে কেহ উহার বিনিময়ে ছদকা করে উহা তাহার পক্ষে ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। আর যাহারা আল্লাহের অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করে না তাহারাই যালিম (অনাচারী)।" (আল্‌-মায়িদাহ্ : ৪৫)

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মথি লিখিত ৫ম খণ্ডের ৩৮ শ্লোকে যীশুখৃষ্টের পুরাতন আইন 'চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু' বলিয়া আবার ঐ বিধানকে ক্ষমার অনুকূলে সংশোধিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে কুরআনের অনুজ্ঞা অধিক সুনির্দিষ্ট। আর ক্ষমার প্রার্থনাকে আধ্যাত্মিক জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে, অর্থাৎ আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ক্ষমাও করিয়া দেয় তবুও সরকারকে অথবা শাসনকর্তাকে সমাজের শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য আবশ্যকীয় শাস্তি-বিধান অবশ্যই করিতে হইবে। কারণ অপরাধ এমন একটী কার্য্য যাহা আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বার্থের বাহিরে চালিয়া যায় এবং সমগ্র সমাজের উপর উহার প্রভাব বিস্তারিত হয়।

ব্যভিচার ইহার শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে বলা হইয়াছে :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين •

"ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী উভয়কে একশত বেত্রাঘাত কর। আর তোমরা যদি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া থাক তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর শাস্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তোমাদের মধ্যে কোন দয়ার সঞ্চার না হয়। আরও তাহাদের উভয়ের শাস্তি মু'মিনদের একদল যেন প্রত্যক্ষ করে।" (সূরাহ আন্‌নূর : ২)

অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের অথবা পরস্ত্রী ও পর-পুরুষের যৌন মিলনকে 'যিনা' বা ব্যভিচার বলে। ইসলামে বিবাহ ও তালাকের আইন সহজ করা হইয়াছে। অতএব বিবাহ বন্ধনে বৈধ মিলন ব্যতীত যাবতীয় অবৈধ মিলনের প্রলোভন সংযত হইতে বাধ্য। ইহাতে নর-নারী উভয়েরই আত্ম-মর্যদা রক্ষিত হয়। উপরে বর্ণিত ব্যভিচার ছাড়া অন্যান্য অস্বাভাবিক উপায়ে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার শাস্তি সম্পর্কেও ইসলামে বিধান রহিয়াছে।

গুরুতর অপরাধগুলির যে সব শাস্তির বিধান কুরআনে দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি অমানুষিক, নির্দয় ও কঠোর বলিয়া বাস্তবায়নের অযোগ্য-জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইতে পারে তবে কোন্ যুক্তিবলে অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখা মনুষ্যত্বের কার্য্য হইবে? একটী লোককে গ্যাস পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা অথবা বৈদ্যুতিক শক দ্বারা প্রাণ বিনাশ করা কি নির্দয় ও অমানুষিক নহে? আইনের শিথিলতার দ্বারাই কি আইনের গুণ বিচার্য্য হইবে অথবা আইনের ফলে অপরাধ-প্রবণতার হ্রাস দ্বারা উহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উৎকর্ষ বিচার্য্য হইবে ? সমাজ অপেক্ষা অপরাধীই কি অধিক দয়ার পাত্র ? দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে কি অন্যায় অশ্লীলের জঘন্যতায় তারতম্য করা সঙ্গত হইবে ?

যেহেতু আমাদের শাসনতন্ত্রের ভূমিকা ও শাসনতন্ত্রের অন্যান্যস্থানে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আঈন কার্য্যকারী করার ব্যবস্থার উল্লেখ রহিয়াছে সেই হেতু আঈন পরিষদ উহাকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করিতে আঈনতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। আমরা যদি আমাদের দেশের আঈন কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী গঠন করিয়া উহাকে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাই তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আমাদের সমাজ হইতে বহু অনাচার ও দুর্নীতি তিরোহিত হইয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সউদী শাসনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সউদী আরবে কুরআন ও সুন্নাহের আঈনকে বাস্তবায়নের ফলে সেখানে সামাজিক আচরণে আমুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। চোরকে আদর্শ শাস্তি দেওয়ার ফলে সে দেশ হইতে চৌর্য্যবৃত্তি দূর হইয়াছে। পূর্বে যেখানে শত শত হাজী দুর্দান্ত দুরাচারদের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইত, সহস্র সহস্র হাজী সর্বস্বান্ত হইত, সেখানে হাজীগণ বর্তমানে নিরাপদে নিশ্চিত মনে প্রফুল্ল চিত্তে হজ্জ সম্পাদন করিতেছে। কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক আঈন প্রণয়নের পূর্বে যেখানে দুর্নীতিই কেবল বিরাজ করিত ; যেখানে লোকের ধন ও প্রাণ সবই বিপন্ন হইত, হাজীদের কথা তো বলাই—নয় যেখানে দেশের নাগরিকগণ পর্যন্ত দস্যু-তস্করের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত সেখানে তদানীন্তন বাদশাহ আবদুল আজীজ ইবনু সউদ ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কুরআন ও সুন্নাহের আঈনপ্রবর্তন করেন। তাহারই ফলে আরব ভূমিতে এই অপ্রত্যাশিত শৃংখলার রাজ্য কায়িম হইয়াছে।

ইসলামী আঈন প্রবর্তনের পূর্বে সউদী আরবে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব ছিল। কুরআনের বিধি নিষেধ প্রয়োগে সেই দেশে সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় ফললাভ হয়। কারণ ইসলামী আইনানুযায়ী অপরাধের শাস্তি যে কঠোর শুধু তাহাই নহে, বরং যে পদ্ধতিতে ঐ শাস্তি সমূহ প্রদান করা হয় তাহা অপরাধীদের নিকট ভীতিপ্রদও বটে। কেননা, জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে ঐ শাস্তি সমূহ প্রদান করা হয় এবং তাহার ফলে ঐ অপরাধীগণ জন সমাজে নিন্দনীয় প্রতীয়মান হয়। একজন চোর ধৃত হইয়া তাহার অপরাধ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইবার পর যে হস্তের দ্বারা সে চুরি করিয়াছে সেই হস্ত কর্তন করিয়া তাহার অপরাধের চিহ্নসহ তাহাকে সমাজে একটি ঘৃণার বস্তু হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। সমাজ তাহাকে সব সময় ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র মনে করে। পক্ষান্তরে, বর্তমান প্রচলিত শাস্তির ফল এই দাঁড়ায় যে, একজন চোর তাহার অপরাধ প্রমাণের পর জেলে গিয়া পাকা অপরাধীদের সংস্পর্শে আসিয়া চৌর্যবৃত্তি ও অন্যান্য সমাজ ক্ষতিকর ক্রিয়া কলাপের নানা কৌশল ও প্রণালী আয়ত্ত করে। অনন্তর সে যখন জেল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সমাজে প্রবেশ করে তখন সে আরও বেশী দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়। অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তি বর্তমান আঈনের কুফলে কারাবাসের পর সত্যিকার অপরাধী হিসাবে সমাজে বিরাজ করিতে থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

জনসমক্ষে শাস্তি প্রদান ও গণ আদালতে নিন্দনীয় হওয়ার ভয়ে সউদী আরবে ইসলামী আঈন প্রবর্তনের পরে অপরাধ-প্রবণতা বহুলাংশে কমিয়া যায় এবং সমাজ সংশোধনে ইহা গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

আমাদের দেশ পাকিস্তানও একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র। শাসনতন্ত্রেও আঈন সমূহকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক প্রণয়ন করার বহু ব্যবস্থা রহিয়াছে। এ প্রবন্ধে যে সব প্রস্তাব করা হইয়াছে তা পবিত্র কুরআনের বিধিনিষেধ দ্বারা সমর্থিত। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে ইসলামী আঈন সমূহ প্রবর্তন করার জন্য বহু ব্যবস্থা সংযুক্ত করা হইয়াছে যা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ছিল না। ইসলামী প্রতিষ্ঠান তথা ইসলামী আদর্শের উপদেষ্টা পরিষদ এবং ইসলামী গবেষণাগার —এই দুইটি প্রতিষ্ঠান ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে ইসলামী বিধান সমূহের সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। যত শীঘ্র আমাদের আঈন পরিষদগুলি শাসনতন্ত্র মাফিক ইসলামী আঈন প্রণয়ন করিবে তত শীঘ্র সমাজ উহার সুফল লাভ করিবে এবং উক্ত আঈন সমূহ প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার সাধিত হইবে। যত শীঘ্র আমরা বৃটিশ প্রচলিত আঈন সমূহ পরিহার করিতে পারিব তত শীঘ্র আমাদের সমাজ পাপ কলুষিত আবহাওয়া হইতে মুক্ত হইবে। কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামী নীতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ, কার্য্যে ও আচরণে বাস্তবায়িত করার পর আমাদের সমাজ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই প্রবন্ধটি সামরিক শাসন জারির পূর্বে রচিত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অরাজকতা

সম্প্রতি সারা পাকিস্তানে যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও জুলুমবাজীর ঝড় তুফান বহিয়া গেল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় পাকিস্তানী ইহাতে নিশ্চিতভাবে বেদনা অনুভব করিয়াছেন; বিশেষতঃ চিন্তাশীল মুসলিমেরা ইহাতে প্রমাদ গণিয়াছেন। 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়' এই মহাসত্যটিকে ইসলামে যারপরনাই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই সত্যটি মুসলিমগণ যাহাতে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেই জন্য ইসলামের মূল গ্রন্থ কুরআন মাজীদে পূর্বকালের জাতিসমূহের ইতিহাস বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই চিন্তাশীল মুসলিমদিগকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে; উহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি অনুধাবন করিতে হইবে এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে এই রোগের পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে তাহা নির্ণয় করিয়া উহার প্রতিরোধের জন্য সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

বিশৃঙ্খলায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী কাহারা?

সাম্প্রতিক নরহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, যানবাহন চলাচল বন্ধকরণ, পুনঃ পুনঃ হরতাল পালন, অফিস কারখানা প্রভৃতিতে লক আউট ও ঘেরাও করণ প্রভৃতি সমাজ বিরোধী কার্যে যাহারা লিপ্ত হইয়াছিল তাহারা কাহারা? তাহাদের প্রকৃত রূপ কি? কেনই বা তাহারা লিপ্ত হইয়াছিল? এই সব প্রশ্নের জওয়াব খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস, উহারা হইতেছে তাহারা যাহারা নামে ও দাবীতে মুসলিম কিন্তু কার্যতঃ কম্যুনিষ্ট ও নাস্তিক। ইহার প্রথম প্রমাণ এই যে, উহারা মুসলিমদিগকে অযথা, অন্যায় ও বেআইনীভাবে আক্রমণ করিয়াছে। দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে তাহারা জুম'আ সলাতের অবমাননা করিয়াছে। তাহারা যতদিন হরতাল করিয়াছে তাহার অধিকাংশই তাহারা করিয়াছে জুম'আ দিবসে সলাতুল জুম'আর অব্যবহিত পূর্বে। ইসলামের একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সলাতুল জুম'আ তাহাদের আক্রমণের অন্যতম বিষয়বস্তু হইয়াছিল।

তৃতীয় প্রমাণ এই যে, তাহারা প্রকাশ্যভাবে স্পষ্টভাষায় ইসলামের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করিয়াছে। তাহাদিগকে এমন কথাও বলিতে শোনা গিয়াছে—'তোমাদের ইসলামকে তোমাদের বাড়ীতে ও মসজিদে আবদ্ধ রাখো।' তাহারা কোন দিন 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিও উচ্চারণ করে নাই; 'পাকিস্তান যিন্দাবাদ'ও বলে নাই। তাহাদের বিচারে নাকি "ইয়ে আযাদী ঝুটা হায়" তাহারা 'আল্লাহ' নাম পর্যন্ত মুখে আনে নাই। এমনকি কোন কোন স্থানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'—এই কালেমা লিখিত ব্যানার টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে, উহার খণ্ডিত অংশ পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, কোন কোন স্থানে মাটির নীচে উহা প্রোথিত পর্যন্ত করা হইয়াছে।

আমাদের কর্তব্য—

কে কোন্ কথা বলিয়াছে, কে কোন্ কাজ করিয়াছে তাহা লইয়া এখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আর প্রয়োজন নাই। বরং এখন আমাদিগকে যাহা চিন্তা করিতে হইবে তাহা হইতেছে এই—

আমাদিগকে আমাদের ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের দিকে যথাযোগ্য মনোযোগ দিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের বর্তমান গাফলতি ও শৈথিল্য অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের নিজেদেরে কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক আদর্শ-চরিত্র হইতে হইবে। তারপর قوا انفسكم واهليكم نارا অাল্লাহের এই নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের ছেলে মেয়েদিগকে কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক জীবন গঠনের জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সমস্ত দায়িত্ব উস্তাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে না। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ব্যাপার উল্লেখ করিতেছি। আমাদিগকে ভোর সকালে উঠিতে হইবে এবং ছেলেমেয়েদিগকেও ঐ সময় জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নিজেদের সলাত আদা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকেও সলাত আদা করাইতে হইবে। তাহারা যাহাতে বাল্যকাল হইতেই ইসলামী ভাব-ধারায় বর্ধিত হইয়া উঠে, তাহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে।

বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাকে ইসলামে অত্যন্ত জঘন্য পাপ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। খাঁটি মুসলিম কখনও বিশৃঙ্খলায় অংশ গ্রহণ করে না; করিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা অন্যায় আচরণকারীকে ভালবাসেন না; তিনি সীমালঙ্ঘন-কারীকে ভালবাসেন না। তোমরা অন্যায় আচরণ-কারীদের সমর্থন করিও না; তোমরা সীমা লঙ্ঘন করিও না—এই মর্মের বাণীতে কুরআন মাজীদ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইসলাম শান্তি-শৃঙ্খলার ধর্ম। কাজেই আমাদের মনে ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মনে ইসলামী মূল্যবোধ দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করিতে হইবে। তবেই এবং একমাত্র তখনই দেশে পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রবন্ধ লেখকদের খিদমতে—

আরবী ফারসী শব্দগুলিকে বাংলায় অক্ষরান্তরিতকরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—পূর্বের শ্রদ্ধেয় আলিমগণ প্রায়ই বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত হইতেন না; আর যে সব মুসলিম বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত হইতেন তাঁহারা সাধারণতঃ আরবী ভাষা ও আরবী ধ্বনিতত্ত্বে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হইতেন না। এই কারণে ৪০।৫০ বৎসর পূর্বেও আরবী ফারসী শব্দগুলি বাংলা ভাষায় লিখিতে গিয়া যাঁহার যে ভাবে ইচ্ছা হইত তিনি সেইভাবেই লিখিতেন। আরবী শব্দগুলিকে বাংলা অক্ষরে বিশুদ্ধভাবে লিখন সম্পর্কে, আমাদের জানামতে, মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি আলোচনা-গবেষণা আরম্ভ করেন তিনি হইতেছেন স্বনামধন্য আলিম-পণ্ডিত, বহু ভাষাবিদ, ধ্বনিতত্ত্ব-বিশারদ জনাব ডক্টর মুহাম্মাদ শাহীদুল্লাহ সাহেব। ইং ১৯২৫—৩০ সনে তিনি মুসলিম আলিমদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করেন। তিনি ج ও ز অক্ষর দুইটির উচ্চারণের পার্থক্য সম্পর্কে এই নিয়ম স্থির করেন যে, ج এর জন্য 'জ' এবং ز এর জন্য 'য' ব্যবহার করা হউক। তিনি আরও বলেন যে, আরবী ধ্বনিতত্ত্বে যেহেতু 'এ' কার এবং 'ও' কার ধ্বনি নাই, কাজেই 'যের' স্থলে 'ই' কার এবং 'পেশ' স্থলে 'উ' কার ব্যবহার করা হউক।

তৎকালীন উদীয়মান লেখকেরা প্রায় সকলেই ঐ নিয়ম লক্ষ্য রাখিয়া আরবী শব্দগুলি লেখা আরম্ভ করেন কিন্তু ডক্টর সাহেবের সমবয়সী পণ্ডিতদের অনেকেই উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি মানিতে রাযী হন নাই। তাই এখনও آزاد শব্দটি অনেকেই 'আজাদ' লেখেন এবং তাই 'কুরআন', 'মুসলিম' এখনও অনেকের লেখায় 'কোরআন' 'মোছলেম' রহিয়া গিয়াছে।

তারপর, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রাদেশিক সরকারের বাংলা একাডেমী ও কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা উন্নয়ন বোর্ড স্থাপিত হইল। বাংলা একাডেমী আরবী শব্দগুলির বাংলায় অক্ষরান্তরিতকরণ সম্পর্কে নিয়ম প্রণয়নের জন্য একটি কমিটী গঠন করেন। ঐ কমিটীর সদস্য হিসাবে উহার বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করার সুযোগ আমাদের হয়। তারপর বাংলা উন্নয়ন বোর্ডও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুরূপ যে একটি কমিটী গঠন করেন তাহারও সদস্য হিসাবে সুধীমণ্ডলীর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা হইতে উপকৃত হই। এই সব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছি তাহা এই যে, এ সম্পর্কে দুই প্রকার নীতি গ্রহণ করা উচিত। একটি হইবে অভিধান রচনার উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদের জন্য প্রবর্তিত বিশেষ লিখন-পদ্ধতি এবং উহাতে আরবীর প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্য বাংলায় স্বতন্ত্র রূপের অক্ষর থাকিবে। উহা বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের জন্য রচিত হয়। আর দ্বিতীয়টি হইবে সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্যে লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদির জন্য। নিম্নে ইহারই কিছু বলিতেছি।

অক্ষর-লিখন

১। আরবী ج ذ, ز, ض, ظ এই পাঁচটি অক্ষরের মধ্যে কেবলমাত্র ج স্থলে 'জ' ব্যবহৃত হইবে এবং বাকী চারিটির জন্য 'য' ব্যবহৃত হইবে।

২। ث, س, ش, ص, এই চারিটি অক্ষরের মধ্যে কেবলমাত্র ش স্থলে 'শ' ব্যবহৃত হইবে এবং বাকী তিনটির জন্য 'স' ব্যবহৃত হইবে।

৩। ت ও ط এবং ق ও ك এর উচ্চারণগত পার্থক্য দেখাইবার জন্য এখনও কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় নাই। তবে কেহ কেহ ق স্থলে ক, ط স্থলে ত্ব ও ص স্থলে স্ব লেখার পক্ষপাতী।

৪। و স্থলে সাধারণভাবে 'ও' লেখাই সঙ্গত হয়।

টীকা: সংস্কৃতে স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যুক্ত হয় না। ঐ নিয়ম বাংলা ভাষায় টানিয়া আনিয়া والد লিখিবার সময় একটি অতিরিক্ত 'য়' বৃদ্ধি করিয়া লেখা হয় 'ওয়ালিদ', কিন্তু সংস্কৃতের নিয়ম সকল ক্ষেত্রে বাংলাতে প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না। এখানেও আমরা সংস্কৃতের ঐ নিয়মটি পরিত্যাগ করিব। কাজেই আমরা লিখিব 'ওালিদ,' 'ওাজিব' ইত্যাদি।

৪। ي স্থলে সাধারণতঃ 'য়' লেখা হইবে।

ব্যতিক্রম: যবরের পরে সাকিন ي থাকিলে 'ই' লেখাই অধিকতর সঙ্গত হইবে। যেমন: زيد যাইদ, شيخ শাইখ হইবে।

স্বরচিহ্ন লিখন

১। যের='ই' কার; যেরের পরে সাকিন ي='ঈ' কার। যথা, مِنْ=মিন্; مِينَا=মীনা।

২। পেশ='উ'কার; পেশের পরে সাকিন و='ঊ' কার। যথা, قُلْ=কুল্। قُولُوا=কূলূ।

৩। যাবার ও যাবারের পরে আলিফ সম্পর্কে দুইটি মত পাওয়া যায়। এক দল বলেন, 'যাবার 'অ'কার যোগে এবং যাবারের পরে আলিফ থাকিলে উহা 'আ'কার যোগে প্রকাশিত হইবে। এই মত অনুযায়ী দুই ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। (এক) যাবারটি আলিফ রূপী হামযাতে থাকিলে; (দুই) যাবারটি শেষ অক্ষরে থাকিলে। কাজেই তাঁহারা ঐ দুই ক্ষেত্রকে ব্যতিক্রম বলিয়া ঐ দুই ক্ষেত্রে 'যাবার' স্থলে 'আ'কার দিবার সুপারিশ করেন। যথা, তাঁহারা বলেন, أَلْ=আল্ হইবে। আর كَسَبَ কে যদি 'কসব' লেখা হয় তাহা হইলে বাংলায় শেষ অক্ষরটি যেহেতু হসন্ত পড়া হয় কাজেই উহা كَسْبٌ এর সমতুল্য হইবে। এই কারণে كَسَبَ কসবা হইবে।

অপর দল বলেন যে, যাবার স্থলে 'আ'কার এবং যাবারের পরে আলিফ থাকিলে দুইটি আকার লিখা সঙ্গত হইবে যথা رحيم=রাহীম, كتاب=কিতাব। প্রথম দলের শেষ উদাহরণ দুইটির উল্লেখ করিয়া এই দল বলেন, তবে أَنَّ، محمد কী ভাবে লিখা হইবে? كسبا (দ্বিবচন) কি ভাবে লিখা হইবে? ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দলের মতটিই আমরা সমর্থন করি।

৪। শব্দের শেষ অক্ষর ছাড়া সর্বত্র সুকূন বা জায্‌ম স্থলে 'হসন্ত চিহ্ন' (্) দিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৮

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা ঢাকা

জানুয়ারী মাস

অফিসে আদায়

১। মওলানা শেখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি টি ফারেগ, দেওবন্দ ২০নং বি ফুলার রোড ঢাকা যাকাত ৫০৲ ফিৎরা ৫৲ ২। ডাক্তার মোহাঃ মাহফুজুর রহমান সাং কাথোরা উত্তর পাড়া পোঃ গাছা ফিৎরা ১০৲ ৩। মোহাঃ সিদ্দিক মোল্লা সাং কোণ্ডা (শরিফপুর) ফিৎরা ২৲ ৪। মুন্সী মোহাঃ ফরিয়াদ আলী সাং চান্দপাড়া পোঃ গাছা ফিৎরা ১০৲।

আদায় মারফত গিয়াস উদ্দীন খান

বড় বেড়াইদ, ঢাকা

৫। আগার পাড়া তালুকদার পাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ জোনাবআলী বেপারী বেরাইদ ফিৎরা ১০০৲ ৬। মোড়ল পাড়া জামাত বেরাইদ ফিৎরা ১০০৲ ৭। ৎারইদা পাড়া জামাত বেরাইদ ফিৎরা ২০৲ ৮। আসকার টেক জামাত হইতে মারফত খামর উদ্দীন বেপারী বেরাইদ ফিৎরা ১০৲ ৯। চিনাদি জামাত হইতে মারফত রহমতুল্লা সওদাগর বেরাইদ ফিৎরা ২৫৲ ১০। ভুঞাপাড়া জামাত হইতে মারফত তোতা উদ্দীন ভূঞা বেরাইদ ফিৎরা ৫০৲ ১১। পূর্ব্বপাড়া জামাত হইতে মারফত মোখলেছুর রহমান বেরাইদ ফিৎরা ৫০৲ ১২। মৌঃ ছমির উদ্দীন সাং বেরাইদ যাকাত ১৲

আদায় মারফত হাজী ইউসুফ আলী ফকির

সাং পাঁচরুখী

১৩। আলহাজ্জ মোহাম্মদ আলী মোল্লা বাণ্টি যাকাত ৫৲ ১৪। বাণ্টি আহলেহাদীস জামাত হইতে ফিৎরা ৩০৲ ১৫। আলামত খাঁ পাঁচরুখী যাকাত ১০৲ ১৬। শামছু মিঞা পাচরুখী যাকাত ৫৲ ১৭। আবদুস খালেক ঠিকানা ঐ এককালীন দান ৩৲ ১৮। আবদুল হক মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲ ১৯। হাজী ফৈজুদ্দীন ও আদরুদ্দীন পাচরুখী বাজার যাকাত ৫০৲ ২০। মোহা- হাসেন আলী পাচরুখী যাকাত ৫০৲ ২১। গোলজার হোসেন মিঞা পাচরুখী যাকাত ৫৲ ২২। মোহাঃ রহমত আলী পুরিন্দা বাজার পোঃ সাতগ্রাম যাকাত ১০৲ ফিৎরা ৩৲ ২৩। মুন্সী মোহাঃ সিদ্দীক ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ২৪। ডাঃ মোহাঃ শফি উদ্দীন মোল্লা সাং রাসুলপুর পোঃ মাধবদি ফিৎরা ২৲ ২৫। মোহাঃ আবদুস শুকুর মিঞা পুরিন্দা বাজার সাত-গ্রাম এককালীন দান ৫৲ ২৬। মোহাঃ শাহাবুদ্দীন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ২৭। মৌঃ সেকান্দার আলী রসুলপুর মাধবদি যাকাত ৫৲ ২৮। মোহাঃ আবদুল জব্বার পুরিন্দা বাজার সাতগ্রাম যাকাত ১৬৲ এককালীন ১৪৲ ২৯। মৌঃ ইউসুফ আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৩০। আবদুল লতিফ মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন দান ২৲ ৩১। ইদ্রিস আলী গং পুরিন্দা বাজার যাকাত ১০৲ ৩২। মোহাঃ [illegible] আলী মিঞা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঠিকানা ঐ এককালীন দান ২৲ ৩৩। মোহাঃ আবু সাঈদ ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৩৪। আবদুল জব্বার মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৩৫। নূরুল ইসলাম মোল্লা ঠিকানা ঐ এককালীন দান ২৲ ৩৬। মোহাঃ মিজানুর রহমান ঠিকানা ঐ এককালীন দান ২৲ ৩৭। মোহাঃ আবদুল জব্বার ঠিকানা ঐ ২৲ ৩৮। পাচরুখী পশ্চিম পাড়া মারফত আবদুল মালেক ভূঞা ফিৎরা ২০৲ ৩৯। মৌঃ মোহাঃ ফিরোজ মিঞা পাচরুখী পশ্চিম পাড়া জামাতের পক্ষে ফিৎরা ৪০৲ ৪০। আঃ ছামাদ মিঞা পাচরুখী এককালীন দান ২৲ ৪১। মওলানা ফজলুর রহমান পাচরুখী এককালীন দান ৫৲ ৪২। মোহাঃ সুরুজ আলী মিঞা পাচরুখী যাকাত ২০৲ ৪৩। আবদুল ওয়াহেদ মিঞা পাচরুখী এককালীন দান ৫৲।

আদায় মারফত মৌলবী তাজউদ্দীন সাং ইকুরিয়া, ধামরাই, ঢাকা

৪৩। হাজি মোঃ ছাবের আলী ইকুরিয়া পুর্বপাড়া জামাত কুরবানী ৪'০০ ৪৪। মোঃ আবদুল করিম বেপারী ইকুরিয়া পুর্বপাড়া জামাত কুরবানী ২'০০ ৪৫। মোঃ হারুনুর রশিদ ইকুরিয়া কুরবানী ২'০০ ৪৬। হাজি আবদুর রাজ্জাক ইকুরিয়া কুরবানী ৫'০০ ৪৭। মোঃ মফিজুল ইসলাম ইকুরিয়া কুরবানী ৪'০০ ৪৮। মোঃ রনু বেপারী ইকুরিয়া কুরবানী ২'০০ ৪৯। মোঃ আদালত বেপারী ইকুরিয়া কুরবানী ১'০০ ৫০। হাজী তাজউদ্দিন ইকুরিয়া নদীরপাড় কুরবানী ২'০০ ৫১। মোহাঃ আঃ ছালাম আশুলিয়া কুরবানী ২'০০ ৫২। মোহাঃ নূর বকশ সরকার ডেমরান কুরবানী ১'০০ ৫৩। মোঃ মিলনউদ্দিন বেপারী শরীফবাগ কুরবানী ৬'২৫ ৫৪। মোহাঃ সিরাজউদ্দীন বেপারী ইকুরিয়া নদীরপাড় কুরবানী ১'০০ ৫৫। হাজি মোঃ মফিজউদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২'০০ ৫৬। মোহাঃ হাফিজউদ্দীন বেপারী তিনআনিপাড়া জামাত হইতে কুরবানী ২'৫০ ৫৭। মোহাঃ সিদ্দিক হোসেন ইকুরিয়া পুর্বপাড়া কুরবানী ২'০০ ৫৮। মোহাঃ আইনউদ্দীন মোল্লা শরীফবাগ জামাত হইতে কুরবানী ৬'০০ ৫৯। মোহাঃ মুছা বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৪'০০ ৬০। মোহাঃ কলিমউদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৭'০০ ৬১। মোহাঃ ইমাম আলী ইকুরিয়া পুর্বপাড়া কুরবানী ২'০০ ৬২। মোহাঃ ইসরাঈল মুন্সী আশুলিয়া জামাত হইতে কুরবানী ৫'০০ ৬৩। ইকুরিয়া পুর্বপাড়া জামাতের পক্ষে হাজি আঃ রাজ্জাক সাহেব ফিৎরা ৩০'০০ ৬৪। তেতুলিয়া জামাত হইতে মারফত ওয়াজউদ্দীন বেপারী ফিৎরা ১০'০০ ৬৫। হাজি জইনউদ্দীন তেতুলিয়া জামাত ফিৎরা ১০'০০ ৬৬। হাজী জঈনউদ্দীন ফিৎরা ১'০০ ৬৭। মৌঃ মাহতাবুদ্দীন তেতুলিয়া বড় মসজিদ জামাত ফিৎরা ২'০০ ৬৮। হাজি সাফাতুল্লা খান স্বর্ণখালী ফিৎরা ১০'০৯ ৬৯। মোহাঃ কলিমউদ্দীন মেম্বার, শরীফবাগ জামাত হইতে ফিৎরা ২০'০০ ৭০। মোহাঃ মুছা বেপারী শরীফবাগ জামাত হইতে ফিৎরা ৩০'০০ ৭১। মোঃ আইনউদ্দীন মোল্লা শরীফবাগ জামাত হইতে ফিৎরা ২৫'০০ ৭২। মোহাঃ আঃ হাকিম শরীফবাগ জামাত হইতে ফিৎরা ১৬'৬২ ৭৩। মোহাঃ মনসুর আলী বেপারী, আশুলিয়া জামাত ফিৎরা ৪'০০ ৭৪। আবদুস সালাম মেম্বার, আশুলিয়া জামাত হইতে ফিৎরা ৪'০০ ৭৫। মোহাঃ ছাবেদ আলী ফিৎরা ১'০০ ৭৬। মোহাঃ আবদুল হক বেপারী আশুলিয়া জামাত ফিৎরা ৫'০০ ৭৭। মোহাঃ নূর বকস সরকার তিনআনী পাড়া ফিৎরা ৫'০০ ৭৮। মোহাঃ হাফেজ উদ্দীন বেপারী তিনআনী পাড়া ফিৎরা ৬'২৫ ৭৯। হাজি মোঃ মঈজউদ্দীন সাহেব শরীফবাগ ফিৎরা ৬'০০ ৮০। মোহাঃ সন্থ বেপারী তিনআনী পাড়া ফিৎরা ৮'০০ ৮১। মোহাঃ কামিজউদ্দীন আশুলিয়া জামাত হইতে ফিৎরা ৭'০০ ৮২। মোহাঃ আবদুল করিম বেপারী ইকুরিয়া পশ্চিম পাড়া যাকাত ১০'০০।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

• তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।

• উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

• রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।

• অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।

• বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।

• রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।

• তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org